মিত্রবিলাপ

ও

অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?
কতনদী সরোবর, কিবা বল চাতকীর
ধারাজল বিনা কভু ঘুচে কি তৃষা?
নিধু।

চতুর্থ সংস্করণ।

CALCUTTA.

PRINTED BY BEHARY LALL BANERJEE
AT MESSRS, J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS.
115, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
NO. 30 BECHOO CHATTERJEE'S STREET.
1875.

উৎসর্গ।

কবিতাকুসুম-মালা গাঁথিয়া যতনে
দিলাম মা বঙ্গভাষা তোমার চরণে।

আমি মা অকৃতী অতি, জ্ঞানহীন মূঢ়মতি,
তব যোগ্য উপহার দিব মা কেমনে।
যেমন শকতি ছিল, তনয় মা তাই দিল,
ভুলি নাই তোমায় মা এই ভাব মনে॥
পশিয়া "যৌবনোদ্যানে," ফুল তুলি স্থানে স্থানে
অর্পিয়াছি তব পদে; আছে কি স্মরণে?
আবার গাঁথিয়া মালা, পূরিয়া পূজার ডালা,
আসিয়াছে নন্দন মা তোমার সদনে।

কটক
১৯ মে, ১৮৬৯

রাজকৃষ্ণ শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

মিত্রবিলাপ কাব্য।

(গীতধ্বনি।)

১

সুধাময় গীত উঠি পবন-বাহনে
রাগিণী জীবন জায়া, সঙ্গে যেন দেহ ছায়া,
ভ্রমিছে গগনে।
সহচর তাল মান লয়
রঙ্গে ভঙ্গে মন হরি লয়,
বিমোহিত করি চিত সুখের স্বপনে।

২

কেন স্মৃতি দেখাইছ সে স্বপন আর,
সে আনন্দ পড়ে মনে, দেখি, হায়, পরক্ষণে,
সকলি আঁধার!
প্রস্ফুটিতপ্রায় যবে ফুল
করে দিক্ সৌরভে আকুল,
সহসা করাল কাল করিল সংহার।

৩

এখনও শুনি যেন সে মধুর স্বর।
যেন সে কণ্ঠের গীত, পূরিল রে আচম্বিত,
শ্রবণ-কুহর।
শোকাকুল মিত্রে পড়ি মনে,
এসেছ কি অবনী-ভবনে,
সান্ত্বনা করিতে তারে, জীবনদোসর।

৪

কত দিন দুই জনে একত্রে বসিয়া,
আমোদে প্রমোদে রত, থাকিতাম অবিরত
সঙ্গীত লইয়া;
এসেছ কি পুনঃ ধরাতলে,
সঙ্গে করি রাগিণীর দলে,
শান্তি দিতে বন্ধু চিতে গীত বরষিয়া ?

৫

তোমার প্রণয় কথা পড়ে যবে মনে,
ছাড়ি গেছ একেবারে চিত্ত না বলিতে পারে,
পারিবে কেমনে ?
তোমার যে কোমল হৃদয়,
তারে ভুলা সম্ভব কি হয়,
ভুলিতে নারিতে যারে নিশার স্বপনে ?

৬

দিব্য চক্ষে যেন আমি দেখি কতবার,
বিদ্যুতের আভা প্রায়, দেখিতে দেখিতে যায়,
তোমার আকার।
যেখানে সেখানে আমি যাই,
তোমারে দেখিতে যেন পাই,
বোধ হয় সঙ্গে তুমি থাক অনিবার।

৭

করাল কৃতান্ত ছিঁড়ে জীবন-বন্ধন ;
প্রাণ আর কলেবর, ভিন্ন করে নিরন্তর,
তপন-নন্দন।
কিন্তু প্রণয়ের সূত্র দিয়া,
বাঁধা যবে থাকে দুই হিয়া,
পারে না কি কাল তাহা ছিঁড়িতে কখন ?

৮

কখন্ আসিবে বন্ধু সে সুখের দিন,
ছাড়ি দুঃখময় ভবে, তোমায় হেরিব যবে,
পাশে সমাসীন ?
যে অবধি থাকিব দুজনে,
উভয়ের নয়নে নয়নে,
উপস্থিত সুখে করি অতীত বিলীন ?

মিত্রবিলাপ।

(উষা কালে)

১

দেখিলাম সখারে স্বপনে ;
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, কুমুদে কৌমুদী রাশি,
হেরি সুখ নাহি ধরে মনে ;
প্রণয় বচন তার, ঢালে কর্ণে সুধাধার,
শিহরে পুলকে কায়া সে কর-স্পর্শনে ;
উল্লাসে সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার ;
একি উষা, দিলে তুমি আমায় আঁধার ?

২

সুবিমল আলোক বসনে
উঠিয়া উদয়াচলে, তুমি উষা রূপবলে,
রত সদা তিমির হরণে।
তোমার মুখের ভাতি, হেরিয়া পলায় রাতি,
গিরির গহ্বরে কিম্বা নিবিড় কাননে ;
চির দিন কর তুমি তমোনিবারণ ;
বিরুদ্ধ স্বভাব আজি দেখি কি কারণ ?

৩

যাহার যা আপন আপন
করি সবে জাগরিত, মায়াবলে আচম্বিত,
প্রতি জনে কর প্রত্যর্পণ।

পতিব্রতা পায় পতি, সতীব্রত পায় সতী.
যাতে যার থাকে মতি, পায় সর্ব্বজন।
আমার আপন কেন সহসা হরিলে ?
অকলঙ্ক নামে কেন কলঙ্ক করিলে ?

৪

হায় উষা পড়ে কি না মনে,
আসি যবে দ্রুতগতি, উঁকি তুমি দিতে সতী,
ধরা পানে উদয় গগনে,
বহুদিন গত নয়, দেখিতে যু[illegible]য়,
সুমন্দ সমীর সেবি নিযুক্ত ভ্রমণে ;
পরস্পর আলাপনে সুখের নির্ঝর
আনন হইতে যেন ঝরে নিরন্তর।

৫

আজি হের এক জনে তার,
কোথা গেছে প্রফুল্লতা, অন্ধকারে বিহ্বলতা ;
সে আননে ঘটেছে বিকার,—
যেন একবৃন্তস্থিত, দিন শেষে শুষ্কচিত,
একটী কুসুম মাত্র বিহনে সখার ;
কেন রে বিকট কাল না নিল আমারে ?
থাকিব না হেরি মিত্রে কেমনে সংসারে ?

৬

উভয়ের এক মন ছিল,
ভিন্ন মাত্র কলেবর, যথা এক দিনকর,
শোভা করে বিভিন্ন সলিল ;
মুহূর্ত্তেক না হেরিয়া, বিকল হইত হিয়া,
নয়ন আড়ালে কেহ নহে এক তিল ;
এখনো চুম্বক-চিত্ত ধাইছে আমার,
সে মেরুর পানে, সদা বেগে অনিবার।

৭

দুই পথে বন্ধুর মিলন,
নিদ্রায় মগন যবে, স্বপনে দর্শন ভবে,
মৃত্যুসনে অথবা গমন ;
সদা ইচ্ছা নিদ্রা যাই, বন্ধুরে দেখিতে পাই,
দিনের আলোকে যেন পুড়ি যায় মন ;
মহানিদ্রা হোক নিদ্রা শয়নে বাসনা,
কেন জাগাইয়া উষা বাড়াও যন্ত্রণা ?

৮

প্রিয়চন্দ্র গেছে অস্তাচলে,
শোকে প্রাণ-কুমুদিনী, কেন না হবে মলিনী,
না ভাসিবে নয়নের জলে ?

সদা মন চাহে যারে, লুকায় সে অন্ধকারে,
কে তারে আনিতে পারে, বলে কি কৌশলে ?
বন্ধুরে ঘেরিয়া আছে যে ঘোর আঁধার,
সেখানে নাহিক উষা তব অধিকার।

(মধ্যাহ্ন সময়ে)

১

ওই যে গগন মাঝে বসি দিনকর,
আগুণের কণা, অথবা যন্ত্রণা,
বর্ষে হেন নিরন্তর ;
মাটি ফাটে দাপে, প্রচণ্ড প্রতাপে ;
নেত্র ভয়ে কাঁপে, কিরণ বাণে।
পথিক সকলে, জ্বলি তাপানলে,
গিয়া তরুতলে, বাঁচিছে প্রাণে।

২

কিন্তু কতক্ষণ রবি এই ভাব রবে ?
দুঃখে ক্ষীণকরে, তিমির সাগরে,
ডুবিতে সত্বরে হবে ;
প্রতাপ লুকাবে, কোথা চলি যাবে,
খুঁজিয়া না পাবে, কেহ তোমারে ;

আঁধার হইতে, আসি অবনীতে,
হইবে যাইতে, পুনঃ আঁধারে।

৩

আমাদেরো এ সংসারে এইরূপ গতি,
তিমিরে জন্মিয়া, ক্ষণেক ঘুরিয়া,
পুনশ্চ তিমিরে গতি;
ভূত ভবিষ্যৎ, অন্ধকারবৎ,
সংসারে যাবৎ, উল্কা সমান;
কোথা হতে আসি, বর্ত্তমানে ভাসি,
পশি তমোরাশি, কোথা প্রস্থান।

৪

কিন্তু রবি আছে তব নির্দ্দিষ্ট সময়,
অকালে তোমারে, ডুবাতে না পারে,
অন্ধকার ভয়-ময়;
প্রিয়বন্ধু হায়, মধ্যাহ্নে তোমায়,
হরিল হেলায়, দুরন্ত কাল;
কুসুম যৌবন, ফুটিল যখন,
অমনি তখন, ভাঙ্গিল ডাল।

৫

পুনরায় দেখা তুমি দিবে দিবাপতি;
তিমির ভেদিয়া, পূর্ব্বদিকে গিয়া,
উঠিবে বিচিত্র গতি।

ভবনদী তীরে, কিন্তু কেবা ফিরে,
শমন মন্দিরে, গেছে যে জন ?
কৃতান্ত দুরন্ত, কেবা বলবন্ত,
করে তার অন্ত, দিনরতন ?

৬

অরে রে বিকট কাল একি তোর রীতি ?
যেই দীপ জ্বলে, নিশ্বাসের বলে,
নিবাইতে তোর প্রীতি।
যে নিশা-রতনে, চাহে সর্ব্বজনে,
মেঘ-আবরণে, ঢাকিস্ তারে ;
যে তরু আশ্রয়, করে জীবচয়,
তাতে কেন হয়, তোর হিংসা রে ?

৭

এই যে সম্মুখে কুঞ্জ শোভে মনোহর,
তপনের তাপে, তনু যবে তাপে,
পাশি ধরি বন্ধুকর,
ছায়ার আশ্রয়ে, বসিয়া উভয়ে,
মন-কথা কয়ে, কাটাই কাল ;
সে দিন কি আর, ফিরিবে আমার,
ছিঁড়িব হিয়ার যন্ত্রণা জাল ?

৮

অসহায় একেশ্বর সংসার সাগরে
ভাসি নিরন্তর, তরী-কলেবর,
ডুব্ ডুব্ যেন করে ;
বিপদ-পবম, বহে ঘন ঘন,
ব্যাকুলিত মন, নিয়ত করি ;
মিত্র গেছে আর, কে আছে আমার,
করিবে উদ্ধার, সঙ্কটে ধরি !

(সন্ধ্যাকালে)

১

দিবা অবসান,
কমল মুদিল আঁখি মলিন বয়ান,
বিরহ-সন্তাপে, পঙ্কজ যে কাঁপে,
সরসী-জলে ;
শীতল সলিলে, সুমন্দ অনিলে,
অন্তরে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে।

২

মম সুখ-দিন,
বন্ধুসনে অস্তাচলে হয়েছে বিলীন ;
হৃদয় কমলে, অবিরল জ্বলে,
বিরহানল ;

যাহা বন্ধুসনে, সুধা দিত মনে,
বন্ধুর বিহনে, দেয় গরল।

৩

এই সন্ধ্যাকাল,
এখন নয়নে যারে দেখি যেন কাল,
উল্লাস যে কত, দিত অবিরত,
যবে দুজনে
প্রকৃতির শোভা, অতি মনোলোভা,
ভ্রমিতাম হেরি প্রফুল্ল মনে।

৪

যেমন গগনে
পশ্চিম-সাগরগামী-তপন-কিরণে,
জলদ নিকরে, পলক ভিতরে,
যেন মায়ায়
নানা সাজ পরে, নানা রূপ ধরে,
মুহুর্ত্তে মুরতি বদলি যায়;

৫

সেইরূপ কত
ধরিত সুখের মূর্ত্তি আশা অবিরত
দুজনের মনে, যবে মিত্রসনে
আমোদে ধীরে,

সূর্য্যাস্ত দেখিতে, হরষিত চিতে,
যাইতাম দোঁহে, গ্রাম বাহিরে।

৬

কোথা লুকাইল
সে সকল মূর্ত্তি আশা? হায়, কি হইল?
মরীচিকাবৎ, গিয়াছে তাবৎ,
কালের করে;
নিশার স্বপন, জাগিয়া এখন
একি দেখি সব প্রাণ বিদরে।

৭

থাকিবে কেমনে
নানাবিধ রূপে সাজে জলদ গগনে?
ডুবেছে ভাস্কর, অবনী অম্বর,
গ্রাসে আঁধারে;
কালের নিশ্বাস, প্রবল বাতাস,
ছিন্ন ভিন্ন করি, সকলি সারে।

(মিত্রপত্নীদর্শনে)

১

বিকট রাহুর করাল কবলে
যথা শশীকলা কালের কৌশলে;

বিনা ঋতুপতি, যথা বসুমতী ;
কিংবা ছিন্নবৃন্ত কুসুম যেমতি ;
অথবা মলিন দিবা যেমন
কুজ্‌ঝটিকা জালে ঘেরে যখন,
কিম্বা মেঘ পালে, আক্রমে যেকালে,
দিনরতন !

২

দেখিলাম আজি বন্ধুর বনিতা,
বিষময় শোকে ব্যাকুলা ললিতা।
নয়নের জল, ঝরে অবিরল,
উঠিতে বসিতে অঙ্গে নাহি বল।
কি দুরন্ত কীট মাঝে পশিয়া
কুসুম-সুষমা নিল হরিয়া ;
সৌন্দর্য্য কোথায়, দেখি দুঃখে হায়,
বিদরে হিয়া।

৩

সুধাংশু বিহনে যেমন যামিনী
তমোবাসে তনু ঢাকি বিরহিণী
নীহারাশ্রু জল, বর্ষে অনর্গল,
দীর্ঘশ্বাস মাঝে ছাড়িয়া কেবল ;

মিত্রপত্নী, দশা সেরূপ তব ;
অন্ধকার তুমি দেখিছ ভব ;
বিরহ বিকারে, আছ এ সংসারে
জীয়ন্তে শব।

৪

না ফুটিতে ফুল, না ধরিতে ফল,
ললিতা লতিকা লুটাও ভূতল।
প্রণয় বন্ধনে, যে তরু রতনে,
আশ্রয় আশয়ে বাঁধিলে যতনে ;
কাল ঝড় কোথা হতে আসিয়া
ফেলিল ত্বরা সে তরু তুলিয়া ;
সে সৌন্দর্য্য নাই, রয়েছ সদাই,
মাটি মাখিয়া।

৫

কেন অশ্রু জলে ভাসিছ নলিনী ?
যে রবিরে ভাবি যাপিছ যামিনী,
চির অন্ধকারে, ঢাকিয়াছে তাঁরে,
বিকট কালের অস্তাচলাগারে।
সে তিমির ভেদি কি সাধ্য তাঁর
দর্শন তোমায় দিতে আবার।
কেবল হৃদয়ে, সে রবি উদয়ে,
এখন আর।

৬

কেন বৃথা আর কাঁদ ব্রজবালা,
সহিতে না পারি বিরহের জ্বালা ?
যে ক্রূর অক্রূর. নির্দ্দয় কর্ব্বুর,
লয়ে শ্যামধনে গেছে মধুপুর ;
ভেবনা করিয়া যমুনা পার
আনিয়া সে ধনে দিবে আবার।
না পারে করিতে, ক্রন্দন সে চিতে,
দয়া সঞ্চার।

৭

এই নাকি সেই সুখের প্রতিমা ?
এই ম্লানমুখী সে চারু পুর্ণিমা,
যার মৃদু হাসি, চন্দ্রিকার রাশি,
রঞ্জিত নিয়ত নিকটনিবাসী ;
যাহার আনন সুধার ধারে
সাজিত সংসার আনন্দ হারে ;
শ্রী যার সহিত, সতত থাকিত,
সখী আকারে।

৮

অরে কাল তোর নাহি কিছু মায়া ;
সন্তাপহারিণী ছিল যেই ছায়া,

একি ব্যবহার, ওরে দুরাচার !
তাহারে হেরিলে জ্বলে অনিবার
সুশীতল মনে যন্ত্রণানল ?
কেমন স্বভাব তোর রে খল,
সুধা ছিল যথা, ঢালি কেন তথা,
দিলি গরল ?

৯

কেন বন্ধু তুমি হইলে এমন ?
যে ছিল তোমার হৃদয়রতন,
অনায়াসে তারে, অকূল পাথারে,
ফেলি চলি শেষে গেলে কোথাকারে ?
প্রেমের পুতলি ভাসিছে জলে,
ডোবে ডোবে শোক সাগর তলে ;
কোমলা সরলা, অবলা বিকলা,
বিরহ বলে।

১০

পলকে প্রলয় যাহার বিহনে
দেখিতে সতত জাগি কি স্বপনে ;
হেলায় তাহারে, ভুলি একেবারে,
একা রাখি গেলে মর্ত্ত্য কারাগারে।

ধূলায় লোটায় সোণার কায়,
কে করে এখন সান্ত্বনা তায় ?
নয়নের জলে, বদন মণ্ডলে,
স্রোত বহায়।

(চন্দ্রালোকে)

১

ম্লানা সন্ধ্যা পতিপাশে করিল প্রস্থান ;
তারাময় হার পরি, পুলকিতা বিভাবরী,
পূর্ব্বাশার দ্বারে চন্দ্রে করিল আহ্বান ;
শশাঙ্ক সহাস্য মুখে, অম্বর ধরিয়া সুখে,
প্রিয়ার বদন হেরি করে সুধা দান ;
আনন্দে যামিনী হাসে, সুখে দশদিশ ভাসে,
তরাসে তিমির কোথা করে অন্তর্দ্ধান।

২

চকোরী সুধার লাগি উড়িল আকাশে ;
সরোবরে কুমুদিনী, দিবাভাগে বিরহিণী,
পতির মিলনে ধনী হিয়া খুলি হাসে।
হেরিয়া তনয়ানন, বারিধি প্রফুল্লমন ;
উথলে হৃদয়-বারি যেতে পুত্র পাশে।

প্রিয় সখী আগমনে, ফুটিল নিকুঞ্জ বনে,
সুগন্ধা রজনী-গন্ধা দিক্ পূরি বাসে।

৩

সমসূত্রে বদ্ধ সবে সর্ব্বত্র সংসারে ;
প্রণয়ের পাত্র বিনা, মন ছিন্নতার বীণা,
বিরাগ বাজায় মাত্র ভবের বাজারে।
যার যে আপন আছে, যায় সেই তার কাছে,
একাকী বান্ধবহীন থাকিতে কে পারে ?
তমোময় ধরাতলে, কেবল প্রণয় জ্বলে,
নাশিতে আলোকবলে দুখের আঁধারে।

৪

প্রণয়ের পাত্র সনে হইলে মিলন,
উথলে আহ্লাদ চিতে, সুধা বর্ষে চারি ভিতে,
বিজলির সম হাসি উজলে আনন ;
মানস সরস মাঝে, আশা কমলিনী সাজে,
হেরিয়া নয়নে পুনঃ সুখের তপন ;
রোগ শোক দূরে যায়, ইচ্ছা হয় পুনরায়,
সংসার তরঙ্গ রঙ্গে চালাই জীবন।

৫

প্রণয় বিষয় আজি বুঝি আমি ভালো ;
বন্ধু সনে যে সকল, দেখিতাম নিরমল,
আজি সে সকল আমি দেখি যেন কালো ;

সেকালে শীতল কর দিতে তুমি সুধাকর,
তুমিও এখন মম মনাগুন জ্বালো ;
তোমারো মলয়ানিল, শীতলতা গুণ ছিল,
এখন কেবল তুমি শোকশিখা পালো।

৬

সে কাল,—আর কি মন পাইব সে কাল ?—
চন্দ্র করে বন্ধু সনে, সুমধুর আলাপনে,
কোথায় থাকিত পড়ি সংসার জঞ্জাল ;
চকোর কি সুখী তত, সুধা পানে যবে রত,
যত সুখ দিত মিত্রবচন রসাল ?
নিশা কি নির্ম্মলা তত, হলে চন্দ্র সমাগত,
সে কালে নির্ম্মল যত হৈত মম ভাল ?

৭

রে কাল, সে কাল হেন হরিলি নিদয় ?
শিশির মুকুতা মালা সাজায় যে স্থল ভালা,
করিস সে স্থল শোভা তাপ-বলে লয়।
এ সংসার অন্ধকার, করিস্ রে দুরাচার,
রাহুরূপে গ্রাস করি শশী সুখময়।
তোর অত্যাচারে খল, ছিন্ন ভিন্ন ভূমণ্ডল,
ধরা দিলি রসাতল, তপন-তনয়।

মিত্রবিলাপ।

(বৃষ্টিকালে)

১

কাল মেঘে আবরিছে গগন-বদন ;
  নয়নের জল, ঝরে অনর্গল,
  দীর্ঘশ্বাস বহে ঘন ঘন ;
থেকে থেকে আর্ত্তনাদ, একি ঘোর পরমাদ,
অনল নিকলে বক্ষ ফাটি ক্ষণ ক্ষণ।
কি শোকে আকাশ কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে ?
কাঁদিছে কি হারাইয়া দিবসরতন ?

২

আমার সুখের দিনকারী দিনকর
  গ্রাসিয়াছে কাল, তমোময় ব্যাল,
  শোক তাপে বিদরে অন্তর ;
করি আমি হাহাকার, আর্ত্তনাদ বারম্বার,
নয়নে নীরের ধারা বহে নিরন্তর ;
মম অশ্রু বিসর্জ্জন, হবে নাকি নিবারণ,
আকাশ তোমার যথা হইবে সত্বর ?

৩

এখনি গগন তব মলিনতা যাবে ;
  হৃদয়ের ধন, সুন্দর তপন,
  হৃদিমাঝে অবিলম্বে পাবে ;

আলোক ভূষণ অঙ্গে, এখনি পরিবে রঙ্গে,
হেরিতে তোমার মূর্ত্তি কত লোক চাবে ;
অস্তে যেতে দিবাকর, স্বীয় যত্নে জলধর,
শক্রধনু দিয়া তব শরীর সাজাবে।

৪

আমার মুখের মেঘ কিন্তু কে হরিবে ?
মম চিত্ত রবি, সুখময় ছবি,
কে আর আনিয়ে পুনঃ দিবে ?
প্রফুল্লতা অলঙ্কারে, কে সাজাবে অভাগারে,
হৃদয়ের অন্ধকার কে দূর করিবে ?
অরে ফণী মণিহারা, বেঁদে কেঁদে হ রে সারা ;
কে আর তিমিরে তোরে আলোক ধরিবে ?

৫

সংসার কাননে, কাল, তুই দাবানল।
প্রফুল্লিত ফুল, সৌরভে অতুল,
মনোহর সুন্দর কোমল ;
কুসুমালঙ্কার পরা, লতিকা হরিতাম্বরা,
যৌবন বীরত্ব শোভাময় তরুদল ;
কলিকা বিকাশোন্মুখ, মুকুল লোচনসুখ,
ভস্মরাশি দুষ্টকাল করিস্ সকল।

হে আকাশ কেন নাহি কাঁদ নিরন্তর?
তোমার নয়নে, পড়ে প্রতিক্ষণে,
ভবদুঃখরাশি ভয়ঙ্কর।
কিম্বা বুঝি দিবালোকে, স্পষ্ট দেখি অতিশোকে
করিতে না পারে বারি প্রায় চক্ষে ভর;
কিন্তু নিশা আগমনে, কাঁদ বসি সংগোপনে,
সে অশ্রু শিশির বলি ভাবে ভ্রান্ত নর।

৭

যবে দিবা হয় বড় বুঝি সে সময়,
উথলিয়া মন, কখন কখন,
লোচনে সলিল স্রোত বয়।
থাক্ দেবতার কথা, কাহার না লাগে ব্যথা,
দেখি এই সংসারের যন্ত্রণা নিচয়?
হেরিয়া দুঃখের ভার, কাল ছাড়া আর কার,
সমবেদনায় নাহি বিদরে হৃদয়।

(কুসুমোদ্যানে)

১

হাসিছে উদয়াচলে উষা বিনোদিনী,
গোলাপি বসন পরা, রূপে জনমনোহরা,

চেতনা করিয়া সঙ্গে মধুরভাষিণী।
ফুলকুল প্রফুল্ল আননে
পুলকাশ্রুপূরিত লোচনে
করে তব অভ্যর্থনা, তপননন্দিনী।

২

শরত্ হিমন্তে দ্বন্দ্ব যে কাল লইয়া,
সে কালে যখন বঙ্গে, শারদা আসেন রঙ্গে,
যেমন সকল লোকে পুলকিত হিয়া,
অভয়ার আহবান তরে
মনোমত অলঙ্কার পরে,
পরিচ্ছন্ন নব বস্ত্র বাছিয়া বাছিয়া ;

৩

সে রূপ তোমার. ঊষা করিছে আহ্বান
ফুল কুল নববেশে, ওই দেখ হেসে হেসে,
জুড়াইয়া ক্ষণকাল তাপিতেরো প্রাণ ;
যুতী জাতি মল্লিকা মালতী
গন্ধরাজ—গন্ধের বসতি—
করেছে সুন্দর শ্বেত বস্ত্র পরিধান।

৪

লোহিত-বসনা জবা, করবী রঙ্গিনী ;
সুবর্ণে ভূষিতা চাঁপা, যার রূপগুণ চাপা,
নাহি থাকে পোহাইলে আঁধার যামিনী ;

অন্যান্য কুসুম সখীসনে,
প্রফুল্লিতা তব সম্ভাষণে
মুকুতার হার গলে, তিমিরহারিণী।

৫

প্রকৃতি পূর্ব্বের মত একভাবে আছে।
চন্দ্রতারা দিনকরে, তিমির বিনাশ করে,
শীতল সমীর বহে, ফুল ধরে গাছে।
মিত্র বিনা কেবল আমার
ভাল কিছু নাহি লাগে আর,
সব বিষময় বোধ হয় মম কাছে।

৬

সে সময় কেন স্মৃতি দেখাও আবার,
যে সময়ে বন্ধুসনে, যেতাম সহর্ষ মনে
তুলিতে কুসুমচয়—উদ্যানের সার—
ইষ্ট দেবতার পূজা তরে
ভক্তি শ্রদ্ধা সরলতা ভরে ?
তেমন বিমল সুখ পাইব কি আর ?

৭

না ডুবিতে সুখ তারা, পাখী না ডাকিতে,
না দিতে আলোক রেখা, পূর্ব্বদিক্ ভালে দেখা,
ত্যজিয়া নিদ্রার ঘোর লোক না জাগিতে

পুষ্প জন্য যেতাম দুজনে
এই শঙ্কা করি মনে মনে
পাছে অন্যে যায় আগে কুসুম তুলিতে।

৮

সে আশঙ্কা, সে বাসনা, সে বন্ধু কোথায় ?
কালস্রোতে সে সকল, ভাসি গেছে কোন স্থল,
বিলোপী কালের খেলা বুঝা নাহি যায়।
এই ফুলকুল যে এখন
করিতেছে লোচন রঞ্জন,
কতক্ষণ রবে সাজি সৌন্দর্য্য মালায় ?

(কুমার নদ তীরে।)

১

শুকায়েছে শরীর তোমার,
কোথা তব বরিষার প্রতাপ, কুমার ?
জ্বরেছ কি কাল জ্বরে; শীত মাত্র গেছে সরে,
দহিতেছে কলেবর দাহ অনিবার ?
দেহে দুর্ব্বলতা অতি, যাইছ কি মৃদুগতি,
মিশিতে সাগর সনে পাইতে নিস্তার ?

২

সংসারের যন্ত্রণা জ্বালায়,
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর কার না ধরায় ?
কার হিয়া নাহি জ্বলে, অহরহঃ দুখানলে ?
কাহার বা চিরদিন বল দেখা যায় ?
অরে রে অবোধ মন, নহে দুখ নিবারণ,
অনন্ত কালের জলে না মিশিলে, হায়।

৩

কত দিন——আছে কি স্মরণে ?
কুমার তোমার কূলে আনন্দিত মনে
ভ্রমিতাম এ সময়, বাক্য ব্যয়ে বন্ধুদ্বয়,
যেই রবি তাপময় ডুবিত গগনে।
আমোদ প্রমোদ কত, করিতাম অবিরত,
ধরিত না হাসি আর উভয় আননে।

৪

কত দিন স্নানের সময়,
যখন সরস ছিল এ পোড়া হৃদয়,
সমবয়সীর দলে, বন্ধুঁ সনে কুতূহলে,
কত খেলা তব জলে হয়েছে উদয় ;
তোমার তরঙ্গ সঙ্গে, কত খেলিয়াছি রঙ্গে ;
সাঁতারে অস্থির করি তোমার আলয়।

৫

নাহি আর সে ভাব আমার ;
বন্ধুর বিহনে সদা করি হাহাকার ;
চিতে শোকমেঘ পশি, গ্রাসিয়াছে সুখশশী,
দশ দিক্ দেখি মসীসমান আঁধার।
হেরিলে তোমার নীরে, ভ্রমিলে তোমার তীরে,
দ্বিগুণ আগুন মনে জ্বলে অনিবার।

৬

আসি তবে কি জন্য এখানে ?
ভাল বাসি তবে কেন ভ্রমিতে এ স্থানে ?
বন্ধু সনে তব কূলে, ভ্রমিতাম দুখ ভুলে,
মিত্রে দেখি চাই হেথা যে দিকের পানে।
যেন সে স্বর্গীয় মুর্ত্তি, কিবা আননের স্ফূর্ত্তি,
দূর হতে দেখি কভু তব বিদ্যমানে।

৭

শোভিতেছে সম্মুখে শ্মশান,
নরমুণ্ডমালা গলে, বিকট বয়ান,
ভস্মরাশি মাখা অঙ্গে ; শুনেছি তোমার সঙ্গে,
রাত্রিকালে প্রেতদল করে অবস্থান ;
দেখাও যদ্যপি পার, প্রেতরূপ কি প্রকার,
দেখিব কিরূপে থাকে দেহহীন প্রাণ।

৮

এক দিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে
বলেছিলে প্রিয় বন্ধু হাসিতে হাসিতে,
কালবলে আগে যদি, পার হও ভব নদী,
অবশ্য আসিবে তুমি বন্ধুরে দেখিতে ;
খুলি হৃদয়ের দ্বার, সে দেশের সমাচার,
বন্ধুর নিকটে দিবে প্রফুল্লিত চিতে।

৯

সে আশায় করিলে নিরাশ।
অঙ্গীকার হৈল তব কেবল বাতাস।
যদি এ শ্মশানভূমি, ভ্রমণ করহ তুমি,
নিকটে আসিয়া সব কর না প্রকাশ ?
কখন চপলাকারে, দেখি তোমা যে প্রকারে,
কভু হয়, কভু মনে না হয় বিশ্বাস।

১০

এ সকল অমূল কল্পনা।
বন্ধু কভু নাহি জানে করিতে ছলনা,
যদ্যপি থাকিত পথ, পূরিবারে মনোরথ,
বন্ধু কভু মম শান্তি দিতে ভুলিত না।

পৃথিবীর যত লোক, ছাড়ি দিত মৃত্যু শোক,
একেবারে দূর হৈত অনেক যাতনা।

(সহকার মূলে)।

১

কি বলিছ মৃদু স্বনে ওহে সহকার?
দুঃখ ঢাকি কি হইবে? বল প্রকাশিয়া।
মাধবীরে হারাইয়া যদি কাঁদে হিয়া,
কি কারণ লুকাইছ নিকটে আমার?
আমার সে দশা আজি যে দশা তোমার।

২

হারাইয়া প্রেমমূর্ত্তি বান্ধব রতনে,
দেখিতেছি শূন্যময় হৃদয়ভাণ্ডার;
তমোময় বিষময় হয়েছে সংসার;
আপনার দশা দেখি বুঝিতেছি মনে
কি দশা তোমার তরু মাধবী বিহনে।

৩

মিছা কেন মর জ্বলি অন্তর অনলে;
জান না মনের কথা করিলে প্রকাশ,
লোকে বলে, হয়ে থাকে যন্ত্রণার হ্রাস;

আসিয়াছি তাই তরু আজি তব তলে,
দুজনে মনের কথা কহিব বিরলে।

৪

ভেব না এসেছি আমি করিতে ছলনা;
চেয়ে দেখ, তরুবর, নাহি মম পাশে
সে প্রণয়মণি মূর্ত্তি, যাহার প্রকাশে
আসিতে কখন নাহি পারিত যাতনা,
যার সখী প্রফুল্লতা কমলবদনা;

৫

যার সহ কত দিন আসি তব তলে
মারুত হিল্লোল মাঝে ছায়ায় বসিয়া,
তপনের তাপে তপ্ত তনু জুড়াইয়া,
আমোদ-তরঙ্গ-রঙ্গে অতি কুতূহলে
মজিয়া গিয়াছি তব মধুময় ফলে;

৬

যার সহ কত দিন ঝড়ের সময়,
নয়নে অনলরাশি নিকলিয়া যবে
দন্ত কড়মড় মেঘ করে ভীম রবে,
কুড়াতে গিয়াছি তব মূলে ফলচয়,
আমোদে প্রমত্ত অতি নির্ভয় হৃদয়।

৭

এতক্ষণ সাধিলাম কথা না কহিলে ?—
আমি দেখি একেবারে হয়েছি পাগল ;
কোন্ কালে কথা কয়ে থাকে তরুদল ?
সন্ সন্ তরুশাখা করিছে অনিলে ;
ডুবেছে আমার বুদ্ধি বিস্মৃতি-সলিলে।

৮

কার কাছে মনোদুখ বলিব আমার ;
কে পারে যন্ত্রণানল করিতে নির্ব্বাণ ?
শীতল করিতে শোক-সন্তাপিত প্রাণ ?
নামাইতে কলে বলে হৃদয়ের ভার ?
করিতে নিরাশ মনে আশার সঞ্চার ?

৯

যখন যেখানে যাই দুখ দেখি তথা,
অনিলে, সলিলে, স্থলে, আলোকে, আঁধারে,
কাননে, নগরে, পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে,
সর্ব্বত্র শুনিতে সদা পাই দুঃখ কথা ;
সান্ত্বনা কে করে আর ? বাড়ে মনোব্যথা।

১০

যা নিভিয়া একেবারে জীবনপ্রদীপ।
এ কেমন তোর দেখি হয়েছে বিকার,
করিস্ যে বারম্বার আলোকে আঁধার ;

কি কাজ হইবে মিছা করি টিপ টিপ্ ;
রহিল তিমির মাঝে ডুবি ভবদ্বীপ।

(মিত্র জননী দর্শনে)।

১

কে মলিনী পাগলিনী পড়িয়া ভূতলে,
যেন ভিন্নবক্ষা শুক্তি ভূমে অচেতন
হৃদয় মুকুতা কাল করিলে হরণ ?
কে ডুবিছে ওই শোক সাগরের জলে
যেমন কমল-লতা সরসী-কমলে
যখন কমল কেহ তুলি লয় বলে ?

২

এই দীনা হীনা নাকি বন্ধুর জননী ?
ধূলিধূষরিত কেশ, মলিন বসন,
নিরন্তর নীরধারা বর্ষিছে নয়ন।
কাঁদিছ কি তমোবাস পরিয়া ধরণী ?
গ্রাসিয়াছে তব রবি কালরূপ ফনী।
আসিয়াছে ভয়ঙ্কর শোকের রজনী।

৩

কেঁদ না কেঁদ না মাগো, সম্বর রোদন।
অশ্রু জলে বাড়িবে কি সে তরু আবার,

কালের কুঠারে মূল কাটিয়াছে যারে ?
দিন দিন করি ক্ষীণ আপন জীবন
তারে কি জীবন দিতে করেছ মনন ?
দীর্ঘশ্বাসে শ্বাস তারে দিবে কি কখন ?

৪

পান্থশালা এসংসার, কেহ নহে কার।
এক দল আসে আর একদল যায় ;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায় ?
ইহারে উহারে বলি আমার আমার
মিছা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার।

৫

বিচিত্র রঙ্গের কাচ খণ্ডের সমান
বিবিধ বরণে মায়া সাজায় সকলি ;
কুৎসিত যা চলি যায় মনোহর বলি।
মায়া সহচরী আশা হরি সত্যজ্ঞান
চৌদিকে অপূর্ব্ব পুরী করয়ে নির্ম্মাণ ;
পলকে তাহার আর না থাকে সন্ধান।

৬

মনের পিপাসা নাহি মিটে ধরাতলে।
মরীচিকা কুজঝটিকা পারে কি কখন

শীতলসলিলতৃষা করিতে হরণ ?
না করিলে স্নান মুক্তিসরোবর জলে,
না যায় মনের তৃষা, দুখে দেহ জ্বলে।

৭

মুহূর্ত্ত সুখদ সনে দর্শন এখানে।
বিজলি ক্ষণেক খেলি জলদে লুকায় ;
পলকান্তে ইন্দ্রধনু দেখা নাহি যায় ;
উঠিতে উঠিতে রবি পুর্ব্বদিক্ পানে
নীহার মুকুতা উড়ি যায় কোন খানে,
কুসুম সুষমা আর রহে না বাগানে।

৮

কেন মা দ্বিগুণ তব বাড়িল রোদন ?
জ্বলিছে আমার মন শোকের অনলে,
ভাসিতেছি আমিও মা নয়নের জলে ;—
মা তুমি কেঁদনা আর—মুছ মা নয়ন—
কাঁদিয়া কি হবে ? কর শোক সম্বরণ—
আমি আর উপদেশ কি দিব এখন ?

৯

কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।
অনুক্ষণ মা বলিয়া ডাকিব তোমায়,
ভিন্ন তুমি না ভাবিতে সখায় আমায়।
ভাব গো মা এক পুত্র গিয়াছে তোমার ;
অন্য পুত্র-হতে ত্রুটি হবে না সেবার।
কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।

ইতি মিত্রবিলাপ কাব্য সমাপ্ত।
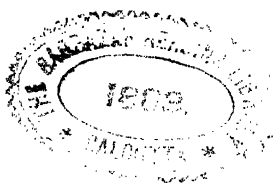
অন্যান্য কবিতাবলী।

বৌদ্ধদেবের সংসার ত্যাগ।

মগধের অন্তর্গত কপিলাবস্তু নগরে রাজবংশে বৌদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করেন। নামকরণ সময়ে তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ রাখা হয়। রূপবতী গুণবতী যশোধারার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বার্দ্ধক্য মরণ ও রোগ দেখিয়া সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মে। ইতিমধ্যে একজন জিতেন্দ্রিয় সুখ-দুঃখ-বোধশূন্য সন্ন্যাসী দেখিয়া সংসার পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যখন যশোধারা নিদ্রিতা ছিলেন, তিনি সেই সময়ে আবাসগৃহ হইতে বহির্গত হন।

(যশোধারার শয়ন মন্দির)।

১

প্রণয় বন্ধন ছিঁড়া কঠিন কেমন ;
যাই যাই আর যেন না চলে চরণ ;
ইচ্ছা করে একবার, ফিরে দেখি মুখ তার,
যার সনে এতকাল মজে ছিল মন ;
মম সুখে যার সুখ, মম দুখে যার দুঃখ,
মম হাসে যার হাসি, রোদনে রোদন।

২

কোমল পালঙ্কোপরি নিদ্রিতা সুন্দরী,
জীবন-নয়ন-মণি পুত্রে কোলে করি;
হাসি লয়ে প্রফুল্লতা, কিংবা যেন স্বর্ণলতা,
সুবর্ণ কুসুম-রত্ন হৃদি মাঝে ধরি;
কিবা সৌন্দর্য্যের ধারা, বরষিছে যশোধারা,
এ সুধায় কেন নাহি মন লবে হরি?

৩

প্রেয়সীর রূপ দেখি হইয়া কাতর
ক্ষীণকর হইয়াছে প্রদীপ নিকর।
কেনা জানে যত তারা, হয়ে পড়ে ম্লানাকারা,
আকাশে প্রকাশে যবে পূর্ণ সুধাকর?
অন্য পাখী কে প্রয়াসী, যখন ময়ূর আসি
চন্দ্রক কলাপে করে আকৃষ্ট অন্তর?

৪

ফুলে ফুলে প্রাণ প্রিয়া হয়েছে সজ্জিত।
চম্পক দিয়াছে বর্ণ করিয়া মার্জ্জিত;
কপোলে চরণে করে, কমল বসতি করে,
ওষ্ঠাধরে বন্ধুজীব হয়েছে শোভিত;
কদম্ব বসেছে বক্ষে, নীলোৎপল দুই চক্ষে;
নাসিকায় তিলফুল, দন্তে কুন্দ স্থিত।

৫

কোমলা কুসুম-সম ললিতা ললনা ;
নাহি জানে কোন কালে স্বপ্নেও ছলনা ;
মূর্ত্তিমতী সরলতা, পতিভক্তি সুশীলতা,
জীবন কাটায় করি পতি উপাসনা ;
ইচ্ছা করে মালা করি, হৃদয় মাঝারে ধরি,
নিয়ত আঘ্রাণ লয়ে পূরাই বাসনা।

৬

একবার কুসুমের নিলাম আঘ্রাণ ;
অমনি অমিয়ময় হৈল মন প্রাণ ;
কেমনে মানস অলি, এমন কুসুমাবলী,
সহসা ত্যজিয়া দূরে করিবে প্রস্থান ?
তাহে প্রেমসূত্র দিয়া, বাঁধা আছে দুই হিয়া,
চলিয়া যাইতে যেন পিছে লাগে টান।

৭

এই যে প্রিয়ার কোলে নিদ্রিত কুমার,
প্রভাতের তারা যেন উরসে উষার,
ললিত লাবণ্য দিয়া, ইন্দ্রজাল বিস্তারিয়া,
বিমোহিত করিতেছে হৃদয় আমার ;
কেমনে এমন ধন, একেবারে বিসর্জ্জন,
করিয়া যাইবে মন ত্যজিয়া সংসার।

৮

কেমন মোহিনী শক্তি তোমার গো মায়া,
জানি আমি কতক্ষণ সুখে থাকে কায়া ;
জানি বিদ্যুতের প্রায়, যৌবন সাচ্ছন্দ্য যায়,
জানি আমি এ জীবন ক্ষণস্থায়ী ছায়া ;
তথাপি অবোধ মন নাহি পারে কি কারণ,
অনায়াসে ত্যজি যেতে প্রিয় পুত্র জায়া।

৯

নব বিকশিত পুষ্প সমান বদন,
সুস্থ কলেবরে এবে শোভিছে নন্দন।
কিন্তু কতক্ষণ রবে, এ ভাবে দুখের ভবে,
কে জানে আসিয়া রোগে ধরিবে কখন ?
কোথা এ প্রফুল্ল ভাব, হবে তবে তিরোভাব,
কুসুম-সুষমা কীটে করিবে হরণ।

১০

এই যে মোহিনী মুর্ত্তি ধরিয়াছে প্রিয়া
চপলায় লাজ দিয়া, যৌবনে পৌছিয়া ;
এ সৌন্দর্য্য কত দিন, রবে না হইয়া ক্ষীণ ?
হে শশাঙ্ক, কৃষ্ণপক্ষ আসিছে দৌড়িয়া !
কুটিল কালের চর, বার্দ্ধক্য বিকটাধর,
অঙ্গের লাবণ্যমালা লইবে কাড়িয়া।

১১

যবন কাল কেশ হবে তুষার-ধবল ;
কপোল ছাড়িয়া কোথা পালাবে কমল ;
দন্ত গুলি যাবে পড়ি, দেহে মাংস দড়ি দড়ি,
কোমলতা পরিহরি, হইবে কেবল।
শরীর দুর্ব্বল হবে, মনে তেজ নাহি রবে,
যষ্টি বিনা কলেবর হইবে অচল।

১২

বার্দ্ধক্য অথবা রোগ সঙ্গে করি কাল,
চারি দিকে নিরন্তর পাতিতেছে জাল ;
কত লোক অবিরত, তাহাতে হতেছে হত,
ছাড়াইতে কার সাধ্য এ ঘোর জঞ্জাল।
যে জম্মেছে ভবতলে, সেই কাল করতলে,
—কেন মিছা তর্ক করি কাটাতেছি কাল ?

১৩

দুঃখ ভারে পরিপূর্ণ সংসার আলয়,
জম্মিলে বার্দ্ধক্য রোগ মরণ নিশ্চয়।
প্রণয়ের পাত্র যারা, এ তিনে রোধিতে তারা,
সকলি সম্পূর্ণ রূপে অসমর্থ হয়।
কি কাজে কে লাগে তবে, এই দুখময় ভবে,
পরিশেষে কি বা লাভ রাখিয়া প্রণয় ?

১৪

কেহ কার সাথী নয়; নিজ কর্ম্ম ফলে
কাল চক্রে সকলেই ঘুরে ধরা তলে।
নিয়ত আবর্ত্তমান, ভ্রমিতেছে জীব-প্রাণ,
জন্ম জন্মান্তর করি, ভাসি নেত্র জলে,
জনমিয়া দেহ ভার, বহিতে না হয় আর,
উপায় দেখিতে তার হইবে কৌশলে।

১৫

কি লাভ সংসার সুখে করিলে উল্লাস?
জন্মজয়ী হবে কিসে ইন্দ্রিয়ের দাস?
যার মন ধরাতলে, ভ্রমে সদা কুতূহলে,
অলীক লৌকিকামোদে যাহার প্রয়াস,
বারম্বার ভূমণ্ডলে, ফিরিবে সে কর্ম্ম ফলে,
যার যে কামনা তাহে কে হয় নিরাশ?

১৬

প্রবাস বলিয়া যেই ভাবে এ সংসার,
মিছা মায়া জালে বদ্ধ নহে মন যার,
ভাবে ভব বিস্ময়; জনম কিসে না হয়,
জানিতে যতন জন্মে কেবল তাহার।
যতনের কি অসাধ্য, সকলি আয়াস বাধ্য;
অবশ্য খুলিব আমি মুক্তির দুয়ার।

১৭

কি হইবে সুখে ? সুখ আসে কোন কাজে ?
সুখ দুখ এক স্থলে উভয় বিরাজে।
তানা পড়েনের মত, সংসার-বসন গত,
একের সহিত অন্য আঁতে আঁতে সাজে।
জন্ম ভূত-চরকাতে, কালের বিপুল তাঁতে,
দ্বিপ্রকার সূত্র যায় জড়িয়া অব্যাজে।

১৮

যে না সুখ চায় মৃত্যু কি করিবে তার ?
ভীত নহে দেখি সে ত ভ্রূকুটি তোমার।
তোমার বিকট আস্য, দেখিয়া সে করে হাস্য,
তব চক্ষু তার পক্ষে নহে ভয়াধার।
বাসনা নিবৃত্তি করি, যায় দেহ পরিহরি,
তাহাতে তোমার আর নাহি অধিকার।

১৯

দারাসুত ধন জনে বদ্ধ যার মন
তার কাছে মৃত্যু তব মুরতি ভীষণ।
কিন্তু ভোগ-তৃষা যার, হৃদয়ে নাহিক আর,
তাহার নিকটে তব বৃথা আস্ফালন।
তোমারে মুক্তির দ্বারী, মনোমাঝে সে বিচারি,
প্রদান করিবে সুখে প্রেম আলিঙ্গন।

২০

যাই চলি এ সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া ;
সে তীর্থক, সে সন্ন্যাসী সনে মিশি গিয়া,
যাহারে প্রথমে হেরি, বাজিল উৎসাহ ভেরি,
নাচিল সংসার সুখ ত্যজিবারে হিয়া,
যাহারে পড়িলে মনে, জাগরণে কি স্বপনে,
মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে বিবেক জাগিয়া।

২১

সে প্রশান্ত মূর্ত্তি আর না পারি ভুলিতে ;
ভাসিছে সে রূপপদ্ম চিত্ত সরসীতে,
নিস্পৃহ ইন্দ্রিয়-প্রভু, সুখ দুখ নাহি কভু,
চৌদিক্ আলোকময় মুখের জ্যোতিতে।
ওই যে ডাকিছ তুমি ; ত্যজিয়া আবাস ভূমি,
যাই চলি তব সনে মুকতি খুঁজিতে।

২২

আঃ ! কি শব্দ অকস্মাৎ কর্ণে প্রবেশিল ?
জাগিল কি যশোধারা ? জানিতে হইল।
“ যেও না যেও না নাথ, অভাগীরে লও সাথ,
তুমি বিনা কে মুছাবে নয়ন-সলিল ?
তুমি যদি যাও দূরে, কি কাজ এ রাজপুরে,
কি কাজ রাখিয়া আর জীবন-অনিল ?”

২৩

শব্দ গুলি স্পষ্ট বটে উচ্চারিলা প্রিয়া।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে নাই তথাপি জাগিয়া।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম জল, ভালে করে ঝলমল,
অশ্রুজল দুকপোল পড়িছে বাহিয়া।
কাঁপে ঘন বক্ষস্থল, দীর্ঘশ্বাস অবিরল ;
হৃদয়মাঝারে পুত্রে লইল টানিয়া।

২৪

এ আশঙ্কা নিদ্রাকালে প্রেয়সীর মনে
সহসা হইল কেন ? বলিব কেমনে।
কিংবা প্রণয়ের রীতি, তাহার বিষয়ে ভীতি,
কেবল সুখের আশা সদা যার সনে ?
কিম্বা মোরে হেরি ম্লান, করেছে কি অনুমান,
থাকিব না আর আমি সংসার-ভবনে ?

২৫

অথবা কি সত্য তাহা লোকে যাহা বলে ?
সুখের ভাস্কর যবে যায় অস্তাচলে,
আসন্ন বিপদ কায়া, সম্মুখে বিপুল ছায়া,
বিস্তারিয়া বহুদূর ঢাকি ফেলে বলে।
—অমূলক ভাবনায়, কাল স্রোত বহি যায়,
প্রাণ কাঁদে দেখি প্রিয়া ভাসে অশ্রু জলে।

২৬

শেষবার উপহার নয়নের নীর
দিলাম তোমার পদে মায়া আজি, স্থির।
তোমার সিদ্ধার্থ প্রিয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
নিশ্চয় হইল এবে গৃহের বাহির।
হইও না শোকাকুল. আমি যদি পাই কূল,
তোমায় দেখায়ে দিব মুকতির তীর।

২৭

নিবিল একটী দীপ, না জানি কখন
নিবাইবে প্রাণ-দীপ কালের পবন।
এখনও তেজ আছে, উঠিয়া দর্শন গাছে
দেখি কত দূর হয় আলোকে দর্শন।
বিলম্বে কি কাজ আর, যাই খুলি গৃহদ্বার,
জাগে যদি যশোধারা করিবে রোদন।

(নিশাকালে বিহঙ্গমবর)।

১

নিরখি গগনে পূর্ণ শশী,
তারাময় হার পরি, মন সুখে বিভাবরী,
চন্দ্রিকা বসনে দেহ ঢাকিছে রূপসী ;
যবে মগ্ন নিদ্রায় সকলে
প্রাণপতি পাইয়া বিরলে,
আস্যে হাস্য সুধাময় পড়িতেছে খসি।

২

যথা চাই, শান্তি মুর্ত্তিমতী ;
না নড়ে পল্লববল্লী, নীরব নগর পল্লি,
রজত পালঙ্কে নিদ্রা যায় বসুমতী ;
নীরবতা বসিয়া আকাশে,
আপনার মহিমা প্রকাশে,
উথলে ভাবুক চিতে ভাব-স্রোতস্বতী।—

৩

শুনিলাম কি মধুর স্বর ;
লীলা-রঙ্গে তালে তালে, পবন তরঙ্গ জালে,
করিল অমিয়ময় শ্রবণ কুহর ;

যথা কুসুমের কাণে কাণে,
ঊষানিল মনোহর তানে,
প্রণয়পবিত্র গীত গায় নিরন্তর ;

৪

মরি এ কি মধুর সঙ্গীত !
দেবর্ষি নারদ নাকি, নীলাম্বর পথে থাকি,
হরিগুণ গানে মগ্ন বিমোহিত চিত,
বীণাপাণি বীণায় জিনিয়া,
সুধাময় সুস্বর বর্ষিয়া,
জগতের যোগানন্দ করেন বর্দ্ধিত।

৫

কিংবা বুঝি রাগিণী সুন্দরী,
বিমল তরল রূপে, মোহিয়া আকাশ ভূপে,
আরোহি জগত্ প্রাণ পবন লহরী,
করিছেন প্রাণ রক্ষা ভবে,
শ্রান্তিহরা নিদ্রা আসি যবে
হরিয়া লইয়া গেছে চৈতন্য-প্রহরী।

৬

অথবা কি হৈল দিব্য জ্ঞান ?
স্বর্গে বিদ্যাধরী গায়, তাই বুঝি শুনা যায় ?
মর্ত্ত্যে কি সম্ভবে হেন মধু মাখা গান ?

অপ্সরী কিন্নরী দলে দলে,
নৃত্য করি দেব সভা তলে,
ধরেছে আনন্দে মজি সুধাময় তান।

৭

কিবা সুধাকর-সুধা আশে,
প্রেমে মাতি উন্মাদিনী, জ্ঞান-হারা বিরহিণী,
চকোরী সুচারু নেত্রা উঠিয়া আকাশে,
প্রাণনাথে হেরিয়া সম্মুখে
প্রেম প্রস্ফুটিত মন সুখে
"দুঃখ তমঃ হৈল নাশ" গাইছে উল্লাসে।

৮

লোকে বলে গগনমণ্ডলে,
কাল চক্রে অনুক্ষণ, ঘুরিতেছে গ্রহগণ,
তালে তালে বিভুগুণ গাইয়া সকলে;
বুঝি সেই গীত মনোহর,
শুনিলাম এত দিনান্তর,
জনম সফল আজি হৈল ভাগ্য-বলে।

৯

অথবা কি বিবিধ কৌশলে,
করি মহা অনুরাগ, সুখে সাধিতেছে রাগ,

প্রফুল্ল কবির আত্মা নীল নভস্তলে,
দুঃখ ধাম ধরণী ছাড়িয়া,
পঞ্চভূতে পঞ্চ সমর্পিয়া
যাইতেছে ধ্রুব লোকে যবে পুণ্য ফলে।

১০

কিম্বা তুমি অজ্ঞাত বিহঙ্গ ;
প্রফুল্লতাপুর্ণ চিতে, ঢালিতেছ চারি ভিতে,
হৃদয় ভাণ্ডার হতে আনন্দ তরঙ্গ ;
কোথা বাস কি নাম তোমার ?
স্বরগর্ব্ব আছে কোকিলার ;
তব সহ তুলনায় তার স্বর ভঙ্গ।

১১

দুঃখ তুমি জাননা কখন ;
যন্ত্রণা-জড়িত-চিত, নাহি পারে কদাচিত,
করিতে এমন ভাবে মধু বরিষণ,
যদি তুমি অবনী-নিবাসী,
কোথায় পাইলে সুখরাশি ?
কি উপায়ে ছিঁড়িয়াছ দুঃখের বন্ধন ?

১২

চন্দ্র করে যেমন কাননে,
যেখানে আলোক হাসে, অন্ধকার তার পাশে,
সেই রূপ সুখ দুঃখ মানব জীবনে ;

আমাদের সুখের সহিত,
চিরকাল যন্ত্রণা মিশ্রিত ;
মধুর সঙ্গীতালাপ বিষের জ্বলনে।

১৩

এ সংসার-সরসীর জলে,
এক বৃন্তে পুষ্পদ্বয়, ফুটে সুখদুঃখময়,
কেহ না তুলিতে পারে একটী কমলে ;
একের আশয়ে নীরে গিয়া,
উঠে হাতে দুইটী জড়িয়া,
ভ্রমে উভয়ের হার পরে লোকে গলে।

চিন্তা।

অজ্ঞান তিমিরোদ্ভূত, অসার মায়ার সুত,
আমোদ প্রমোদ প্রতারক।
যা চলি মত্ততা যথা, মুখে আধ আধ কথা,
ঢুলিতে ঢুলিতে, গলিতে গলিতে,
না পারে চলিতে, নয়ন খুলিতে,
কুকাল কলিতে, নগরী নরক।
অথবা যেখানে, আপনা বাখানে,
পূর্ণ অভিমানে, আত্ম-বঞ্চক।

এস চিন্তা অসিতা অপ্সরী,
খরতর রূপালোকে, সহিতে না পারি লোকে,
ভাবে তোমা অসিতা, সুন্দরি।
ও সৌন্দর্য্যে পায় লজ্জা দ্রুপদের বালা,
যবে কৃষ্ণা লয়ে হাতে স্বয়ম্বর মালা,
বরিতে অর্জ্জুন বীরে নীল সৌদামিনী,
গেলা চলি সভাতলে কুঞ্জরগামিনী।
চিন্ময় নন্দিনী তুমি; জনম তোমার
যবে সত্য সনাতন সর্ব্বমূলাধার
ভাবিলা "হউক বিশ্ব"; অমনি তখন
জন্মিল জগত্—অতি মানস মোহন!
জ্বলিল অম্বর-তলে অসংখ্য ভাস্কর,
ধাইল আলোক রাশি ছাইয়া আকাশ,
গ্রহ চন্দ্র অগণন শোভিল সত্বর,
শত শত ধূমকেতু পাইল প্রকাশ।

এস চিন্তা ম্লানমুখী; লয়ে সহচরী,
কবিতা-কুসুমহারা কল্পনা সুন্দরী।
সত্য-সরোবর-জল-দানে বিভাবিনী
জ্ঞান চক্ষু দেহ খুলি চিন্ময় নন্দিনী,
দিলেন যেমন হরি যবে ধর্ম্মরাজ,
সশরীরে স্বর্গে গিয়া পাইলেন লাজ,

সবিস্ময়ে শুনিলেন আত্মগণ কথা,
দেখিলেন শূন্য কিন্তু চাহিলেন যথা।
মোহ আচ্ছাদনে নেত্র আচ্ছাদিত যার,
সকলি তাহার কাছে ঘোর অন্ধকার।
—তুমিও কল্পনা আন বাণী-বাপী নীর,
পিয়ে যাহা কালিদাস, তৃষ্ণায় অধীর,
ভারতীর বরপুত্র, সুমধুর স্বর,
কবিকুল-পিক, বলি খ্যাত চরাচর।
চল চিন্তা জ্ঞানসখি বিজন কাননে
যখন আসিয়া সন্ধ্যা ধূসর বসনে,
ক্রমে আরো পতি শোকে হইয়া মলিনী,
বরষিয়া নীহারাশ্রু সলিল কামিনী,
যাইতে নাথের সাথে কাতর অন্তরে,
তিমির সাগরে প্রাণ বিসর্জ্জন করে।
শুনিব কেমনে যত বিহঙ্গমগণ,
সন্ধ্যার মরণে করে কূজনে রোদন।
দেখিব কেমনে ধরা পরি তমোবাস,
মলয়মারুত ছলে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
হেরিব কেমনে মেলি অসংখ্য নয়ন,
দুঃখিত গগন করে অশ্রু বরিষণ।
নিরখিব যবে চন্দ্র সুধার আকর,
শোক তমঃ বিনাশিতে সুধাময় কর

চারি দিকে নিরন্তর করেন বিস্তার ;—
কেমনে কানন-রাজ—ভূষণ ধরার—
বাহিরে প্রফুল্ল ভাব ধরেন ত্বরায়.
অন্তরের তমঃ কিন্তু অন্তরে না যায়।
কিম্বা চল উঠি সেই পর্ব্বত শিখরে,
যেখানে রবির কর রক্তাম্বর পরে,
যখন অবনীতল ত্যজিয়া তপন,
পশ্চিম সাগর তীরে করেন গমন।
দেখিব সেখানে বসি কেমনে আঁধার,
ক্রমে ক্রমে পৃথ্বী রাজ্য করে অধিকার ;
কেমনে কুসুমোদ্যান, লোকের আলয়,
তরুবর নদনদী তিরোহিত হয় ;
কেমনে সৌন্দর্য্য মালা ধরার গলার
জোর করি ছিঁড়ি রোষে লয় অন্ধকার ;
কেমনে তিমিরে ঘেরে যখন ভূতলে,
শত শত রত্নদ্বীপ জ্বলি খমণ্ডলে—
আকাশের পানে চিত্ত করে আকর্ষণ,
নয়ন রঞ্জনে করি হৃদয়-বঞ্জন।
অথবা চল না যথা ভীষণ শ্মশান,
ভস্মরাশি মাখা অঙ্গে শিবের সমান,
শবাসন, নিমীলিত নেত্র, যোগী বেশে,
কলকল কল্লোলিনী করে শিরোদেশে।

ধক ধক ধক বহ্নি সদা ভালে জ্বলে ;
হাড়ের রুদ্রাক্ষ মালা শোভা পায় গলে ;
শিবাগণ অনুক্ষণ ফিরে চারি পাশে ;
প্রেতদল সঙ্গে রঙ্গে নাচয়ে উল্লাসে।
ভাবিব সেখানে বসি নরের গরিমা,
কি লয়ে গর্ব্বের আর নাহি থাকে সীমা ;
কেমনে পতঙ্গ হয়ে মাতঙ্গ সমান,
অহঙ্কারে মাতি সব করে হেয়জ্ঞান।
হে সুন্দরি, যে সৌন্দর্য্য পাইয়া যৌবনে,
ভূমিতলে পদ দিতে ক্লেশ ভাব মনে ;
হে ধনি, যে ধন-বলে গর্ব্বিত বদনে,
কাহাকে মানুষ বলি দেখনা নয়নে ;
হে দাম্ভিক, যে পদের গৌরব করিয়া
আপনারে ভাব সদা দেবতা বলিয়া ;
সে সৌন্দর্য্য ধন পদ কোথায় রহিবে,
এখানে অন্তিমে যবে আসিতে হইবে ?
কিম্বা চিন্তা চল করি নিশি জাগরণ,
দর্শন পুরাণ কাব্য করি অধ্যয়ন,
নিদ্রায় অজ্ঞান যবে হইবে সকল
একটি প্রদীপ ঘরে জ্বলিবে কেবল ;
তমোময় ভূমণ্ডল, প্রশান্তপ্রকৃতি,
দূরে দীপালোকে কভু দেখ কি আকৃতি।

পড়িব, কি নর ? কেন আসিয়াছে ভবে ?
কোথা হতে আসিয়াছে কোথা যাবে কবে ?
কি জন্য পর্য্যায়ক্রমে আঁধারে আলোকে ?
কভু হাসে কভু কাঁদে কি কারণে লোকে ?
কি জন্য আঁধারে কারো আলোক লুকায় ?
কারো বা দ্বিগুণতর জ্যোতি দেখা যায় ?
অথবা ভাবিব বিশ্ব কিরূপে জন্মিল ?
স্বতঃ নাকি পরমাণু আসিয়া জুটিল ?
কিংবা কেহ বুদ্ধিবলে পরমাণুদলে,
সাজাইয়া দশ দিকে অপূর্ব্ব কৌশলে,
রবি চন্দ্র তারা আর অবনী-মণ্ডল,
জীব সহ করিয়াছে নির্ম্মাণ সকল।
অথবা কবির সনে পশি তপোবনে,
রসময় রামায়ণ শুনিব শ্রবণে।
কাঁদিব সীতার সহ, শ্রীরামে দেখিব,
লক্ষ্মণে হেরিয়া জন্ম সার্থক করিব।
রাবণের দশা দেখি করিব রোদন,
রাজনীতি কথা তার শুনিব যখন।
সাহসে প্রবেশি কিম্বা বদরিকাশ্রমে,
ব্যাসের মধুর বোল পিব সুধাভ্রমে।
শুনিব পাণ্ডব-গুণ-কীর্ত্তন-সঙ্গীত,
মুনি সনে কুরুক্ষেত্রে হৈব উপনীত।

দেখিব বীরেশ ভীষ্মে শরশয্যোপরি,
ধায় সপ্তরথী রড়ে বালকেরে ডরি ;
হেরিব তপন দেবে যেন রাহুগ্রাসে,
নিরস্ত্র যখন কর্ণ রথ-চক্র পাশে।
দেখিব ধাইছে ভীম ভীম-গদা হাতে,
উরু ভাঙ্গি কুরু-রাজ পড়িলা ধরাতে ;
দেখিব বিজয়ী পার্থে, বিক্রমে বিশাল,
সারথীর বেশে যার রথে নন্দলাল ;
সে কৃষ্ণা দেখিব যার বিগলিত কেশ,
শত ভাই দুর্য্যোধনে করিল নিঃশেষ ;
দেখিব ধর্ম্মের পুত্রে, মাদ্রীর নন্দনে,
দ্রোণাচার্য্য গুরু আর অন্য বীর গণে।
অন্ধ রাজ সহ দুঃখে করিব বিলাপ ;
কুরুক্ষেত্রে নারী-দলে দেখি পাব তাপ।
কিংবা ভবভূতি সনে মাধবে দেখিতে,
প্রবেশ করিব গিয়া শ্মশান ভূমিতে।
অথবা মধুর-ভাষী কালিদাস সনে,
কাঁদিব অজের দুঃখে প্রিয়ার মরণে।
কমলে কামিনী কিম্বা কালিদহ জলে,
দেখিব, মুকুন্দরাম, তোমার কৌশলে।
এইরূপে কাটাইব তিমির যামিনী,
যতক্ষণ নাহি আসে আলোক কামিনী,

ইন্দ্র দিক্ পানে ঊষা, স্বর্ণ বস্ত্র পরা,
হাসিতে আঁধার নাশি, কমল অধরা,
মুকুতা-কুসুমমালা ধরণীর গলে,
দোলাইয়া সখী ভাবে দিয়া কুতূহলে,
মধুর বিহঙ্গতানে, সুগন্ধ বাতাসে,
জীবকুলে সচেতন করিতে উল্লাসে।
কখন নিভৃতে, চিন্তা, বসি তব সনে,
দেখিব প্রকৃতি শোভা, যখন গগনে,
পবনে জলদে বাধে ভীষণ সমর ;
মূহুমুহু সিংহনাদে কাঁপে চরাচর ;
মাঝে মাঝে অস্ত্রানল জ্বলে নভোদেশে,
গরল উপরি রোষে ফেলে যেন শেষে ;
চড় চড় শুন কভু ধনুক টঙ্কার,
মড় মড় ভাঙ্গে বৃক্ষ নিশ্বাসে দোঁহার ;
লণ্ডভণ্ড ভূমণ্ডল, কাঁপে লোকে ডরে,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ভয়ে লুকান অম্বরে।
ভাবিব এ যুদ্ধ দেখি সে যুদ্ধের কথা,
যে যুদ্ধে রিপুর দলে দলিতে সর্ব্বথা,
বিবেক ধর্ম্মাস্ত্র লয়ে করেন প্রবেশ,
করিতে জীবনপণে অরাতি নিঃশেষ।
অথবা ভ্রমিব কভু সাগরের তীরে,
যেখানে নীলাম্বুরাশি গরজে গম্ভীরে।

দেখিব অপর দিকে দৃষ্ট নহে কূল,
কোথা উঠে কোথা ডুবে তরঙ্গের কুল।
হেরিব সমুদ্র সনে কৌশলে কেমন,
দূর পানে নীলে নীলে মিশেছে গগন।
ডুবিব ভাবের রসে হেরি এ সকল,
তোমায় অনন্তকাল দেখিব কেবল,
তোমার নাহিক কূল, অসীম, অতল ;
জীবন-তরঙ্গ কত তোমার মাঝারে,
উঠিতেছে, ডুবিতেছে, কে বর্ণিতে পারে ?
তুমিও স্বর্গের সনে মিশিয়াছ দূরে,
পুণ্যের চরম গতি সে মিলনপুরে।
কিংবা যাব পুরাতন মন্দির যথায়,
কালেরে করিয়া হেলা এখনো দাঁড়ায় ;
একটি প্রদীপ মাঝে আলো দান করে ;
ভাল করি অন্ধকার না ছাড়ে সে ঘরে।
এখনো আরতি-কালে দেখিলে সে স্থল,
পুলকিয়া কলেবর হয় নিরমল।
ধূনাধূম বিস্তারিলে সুগন্ধ আঁধার,
সুগম্ভীর ভাবে মন নাহি ভাসে কার ?
কার না অনিত্য বোধ হয় এ সংসার ?
পরমার্থ পানে চিত্ত নাহি যায় কার ?

হে চিন্তা এরূপে দোঁহে করিব ভ্রমণ ;
অলীক আমোদে আর মজিবে না মন।

(নিদ্রা)

১

পরিশ্রম ভারে, নিদ্রে, ক্লান্ত জীবগণ,
আসিয়া তোমার পাশে লভয়ে বিরাম ;
তরুর শাখায় কিম্বা কোটরে যেমন
দিবসের অবসানে বিহঙ্গম-গ্রাম ;
কিম্বা যত শিশুগণ, সুকুমার মতি,
মায়ের কোমল কোলে ক্রীড়ান্তে যেমতি।

২

বহুক্লেশে জর জর অন্তর যাহার,
আঁধার সুন্দর বিশ্ব যাহার নয়নে,
ক্ষণকাল তাহাকেও যন্ত্রণার ভার
ভুলাও, চেতনাহীন করি সেই জনে ;
কখন বা মায়া পাতি স্বপ্ন যোগে তায়
ভুঞ্জাও বিমল সুখ, জাগি যা না পায়।

৩

দীনের কুটীর কিম্বা ধনীর সদন,
দুঃখের আগার কিংবা সুখের আলয়,

জল স্থল কিম্বা বন, গহন, বিজন,
রাজার প্রাসাদ, কারাগার তমোময়,
অবনী মণ্ডলে যত স্থান আছে আর,
সর্ব্বত্রই অধিকার আছয়ে তোমার ।

৪

সুবর্ণ পালঙ্কোপরি কোমল শয্যায়
শুইয়া, যেমন সুখ পায় ধনীগণ ;
তৃণের শয়নে শায়ী তরুর তলায়,
দরিদ্রে সেরূপ সুখ করি বিতরণ,
দেখাও জগতী তলে সকলি সমান,
নির্দ্ধন কুটীরবাসী কিম্বা ধনবান্ ।

৫

উন্মত্ত যখন নর নিজ গরিমায়
অমর দেবের তুল্য ভাবে আপনারে,
হরিয়া চেতনা তার স্মরাও তাহায়
" সে মানব, সেও আছে তব অধিকারে ।
তারো হবে মৃত্যুপথে করিতে গমন,
যে মৃত্যুর প্রতিকৃতি তুমি সর্ব্বক্ষণ । "

৬

হে নিদ্রে, প্রভূত-সুখ-বল-প্রদায়িনী,
তুমিই সকল জীবে কর বলীয়ান্,

দুর্ব্বল হইয়া যবে, শ্রান্তি-বিনাশিনী,
শ্রান্ত ভাবে তব কাছে লয় আসি স্থান।
তুমি সদা পরিশ্রান্ত প্রকৃতির বল
পুনরুদ্দীপনে কর সর্ব্বত্র মঙ্গল।

৭

যেমতি নদীর জল হরয়ে সাগর,
পুনরায় দিতে ফিরি করিয়া নির্ম্মল,
বৃষ্টি পথে কিংবা যথা অদৃশ্য নির্ঝর।
সেইরূপ হর তুমি শ্রান্ত জীববল,
অচেতন করি তায়,—দিতে পুনর্ব্বার
চেতনার সথা বল বিহীন-বিকার।

সংসার।

১

এ সংসার দুঃখের আগার।
বিদ্যুতের আভা প্রায়, কভু সুখ দেখা যায়,
গাঢ়তর পুনরায়—হয় অন্ধকার,
যথা মেঘাচ্ছন্ন নিশাকালে,
সৌদামিনী হাসিয়া লুকালে,
পথ হারা পথিকের ঘটে অনিবার।

২

এই শিশু প্রফুল্ল কমল,
মুখে আধ আধ ভাষ, কিবা মৃদু মৃদু হাস ;
দেখ রোগে আসি গ্রাস করিল সকল।
শুকাইল সে শরীর কান্তি,
সে আনন ছাড়ি গেল শান্তি ;
সেই শিশু কি না ভ্রান্তি হইল প্রবল।

৩

কেন ফুল এমন সুন্দর,
বিকশিত ধরাতলে, যদি রোগ কীট ছলে,
প্রবেশি আপন বলে পুষ্পের ভিতর,
সে সৌন্দর্য্য বরণ বিমল,
অন্তরিত সুধা পরিমল,
হরিবে বিকটাকার দুষ্ট কালচর ?

৪

ম্লান-মুখ শোক দুর্নিবার,
হৃদয়ে অনল তোর, সুখ আশা শান্তি চোর,
তোর স্পর্শে বিশ্ব ঘোরতর অন্ধকার।
তোর দীর্ঘশ্বাসে ভব তলে,
বিষম আগুন সদা জ্বলে,
আমোদ প্রমোদ ফেলে করি ভস্মাকার।

৫

পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র পতি,
দুহিতা ভগিনী নারী, বন্ধু আর উপকারী,
কালবশে ক্লেশকারী, সংসারের গতি।
মায়াবলে একের বিরহে,
অন্যের হৃদয় শোকে দহে,
যবে কোন জনে যম হরে দুষ্টমতি।

৬

পতি শোক কাঁদিছে কামিনী।
বহে চক্ষে নীরধারা, নিরাহারা নিরাধারা,
ধূলিসারা জ্ঞানহারা, দিবস যামিনী।
নাহি অন্ধকার আলো জ্ঞান,
ভেদাভেদ বোধ অবসান,
শূন্যে বাস শূন্যহিয়া বিকলা ভামিনী।

৭

বাড়িতেছে ক্রমশঃ আঁধার ;
নবভীম বেশ ধরি, যন্ত্রণার বিভাবরী,
যেন কাল সহচরী, গ্রাসিছে সংসার।
দৃষ্ট নহে স্মৃতি সুখতারা,
হৃদয়-গগন-শশী হারা ;
ঊষা আসি এ তিমির বিনাশে না আর।

৮

নাহি হাসে আশা-কমলিনী ;
মানস সরস-জলে, সরোজিনী যেন জ্বলে,
বিরহ বাড়বানলে, হইয়া মলিনী।
প্রণয়ের ছবি প্রভাকর,
দৈববলে আজি হীনকর,
অস্তাচলে নিরন্তর সমাচ্ছন্ন তিনি।

৯

দেখ চাহি এদিকে আবার ;
গৃহ-লক্ষ্মী হারাইয়া, সুখে জলাঞ্জলি দিয়া,
ধরাতলে লোটাইয়া, করে হাহাকার ;
বিসর্জ্জিয়া প্রেমের প্রতিমা,
দুঃখের নাহিক আর সীমা,
চারি দিকে দেখিতেছে অকুল পাথার।

১০

শোক-মেঘে ঢেকেছে আনন ;
কভু চক্ষু মেলি চায়, ক্ষণপ্রভা-প্রভাপ্রায়,
কভু শুন হায় হায় বজ্রের গর্জ্জন ;
ঘন ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস,
বরিষার যেমন বাতাস,
নয়নে নিয়ত করে বারি বরিষণ।

১১

রে মায়া কেমন তোর ছল !
সদা প্রাণ যারে চায়, কেন আনি দিয়া তায়,
হরি নিস্ পুনরায়, করিয়া কৌশল ?
কি কারণ এমন বন্ধন,
ত্বরা যার হইবে ছেদন ?
করি হেন ভোজবাজি হয় কিবা ফল ?

১২

জীবন কি জাগিয়া স্বপন ?
আমার আমার বলি, এদিকে ওদিকে চলি।
কেহ যেন লয় ছলি, যা বলি আপন।
যার পানে চাহি একবার,
পরক্ষণে চিহ্ন নাহি তার,
পলকে কালের জলে লুকায় কেমন।

১৩

এই লতা নব কুসুমিতা,
নব যৌবনের ভরে, করপাশে সমাদরে,
প্রেমে প্রিয় তরুবরে, ধরিল ললিতা ;
কে সহসা মূল কাটি দিল,
মোহিনী বল্লরী শুকাইল,
শ্রীহীন হইল তরু, হারায়ে বনিতা।

১৪

ওই শুন কে কাঁদিছে আর।
কি করি ভাবি না পায়, কাঁদে পুত্র নিরুপায়
" এতদিনে হৈল হায় সংসার আঁধার ;
যে পিতা পালিলা এতদিন,
পঞ্চভূতে হইলা বিলীন,
কে আর রাখিবে সুখে এত পরিবার ?

১৫

" জগতের নিয়ম কেমন ?
লোকে যারে চাহে যত, তাহারি বিপদ তত,
পদে পদে তার কত, ফিরে শত্রুগণ ;
মেঘ-রাহু ঘুরে অনিবার,
আক্রোশে গ্রাসিতে বারম্বার,
রবি চন্দ্র, লোকানন্দ, ভুবন-রঞ্জন।

১৬

" জরা আসি যৌবন বিনাশে ;
পশিয়া সৌন্দর্য্য-বনে, রোগ শোক এক মনে,
অগ্নি-সম প্রতিক্ষণে, বিক্রম প্রকাশে ;
কালমুখী চিন্তা ভুজঙ্গিনী,
বল হরে দিবস যামিনী,
সংসার গরলময় করি দীর্ঘশ্বাসে।

১৭

" যে প্রকাণ্ড তরুর শাখায়
শত শত পক্ষীগণ, বাস করে অনুক্ষণ ;
পান্থ-দল অগণন, যাহার ছায়ায়,
সন্তাপিত তপনের করে,
আশ্রয় গ্রহণ আসি করে ;
অশনি কি পড়িবেই তাহারি মাথায় ? "

কাল।

(মাত্রাবৃত্তিচ্ছন্দঃ)

১

চির দিন চঞ্চল মানব-জীবন,
তরঙ্গ মাঝে জ্যোৎস্না যেমতি,
অথবা চপলা মোহন মূরতি,
আকাশবাস মেঘে যেমন।

২

ধরণী ধামে ধাইয়া সতত
কুসুম কত কাল অকালে
শোভা বিহীন করে কত কুলে ;
চোর রত রতনে হরিতে নিয়ত

৩

বসন্ত সরসিজ সমান আনন
সুন্দর বালক সরল মনোহর ;
যুব মদ-মত্ত মাতঙ্গ বলধর ;
জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বিহীনদশন ;

৪

সুবর্ণনির্ম্মিত ভূষণ ভূষিত,
পদমত্ত ধনী পুরিত গর্ব্বে,
হেয় জ্ঞান করে যে সর্ব্বে ;
ধূলিধূসরিত দীন দুঃখিত ;

৫

কালের কাছে সমান সকলি,
সুবেশ কুবেশ, ধনী বা দীন,
বৃদ্ধ বা যুবা, মনোহর মলিন,
শুষ্ক প্রায় প্রফুল্ল বা কলি।

বসুমতী।

১

অপূর্ব্ব প্রণয় তব বসন্তের সনে, বসুমতি।
সাজ তুমি নানা সাজে হয়ে পুনঃ নবীন যুবতী,
নিতান্ত-কৃতান্ত-সম-অশান্ত-হিমান্তে,
মলয়-পবনাসনে হেরি প্রাণকান্তে।
পরিয়া নূতন বাস, মুখে মৃদু মৃদু হাস;
কুসুমের হার গলে, রসে যেন পড় গলে;
বিহঙ্গ বংশীর ধ্বনি, সুখ ভরে করি ধনী,
সৌরভ আতর অঙ্গে, পতিপদে করলো প্রণতি।

২

কিন্তু যবে ঋতুরাজ দূর দেশে করেন গমন,
বিরহের অবতার ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড তপন
অহরহঃ বরষিয়া খরতর কর,
তোমার তাপিত দেহ করে জর জর।
শুকায় শ্যামল বাস, সঘনে উত্তপ্ত শ্বাস;
ধূলায় লুটায় কায়, দেহে পুষ্প দগ্ধ প্রায়;
বুঝি দুঃখে অতিশয়, চক্ষে বারি নাহি বয়,
কদাচিত আসে কভু, কোন রূপে রাখিতে জীবন।

৩

প্রথম বিচ্ছেদ বেগ নিবারিত হইলে, পশ্চাত্
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহে যেন প্রলয়ের বাত,
শোক-মেঘ আসি মুখ ঢাকে কালিমায়,
দর দর দুনয়নে জলের ধারায়,
বেশ ভূষা সমুদায় ও দেহের ভাসি যায় ;
ধূলী ধূষরিত কায় সব পঙ্ক মাখা প্রায় ;
মনো দুঃখে কত কাঁদ, করি ঘোর আর্ত্তনাদ,
শুনি গুণি পরমাদ, ভয় লাগে হৃদয়ে হঠাত্।

৪

অবিরল ঢালি জল বারিশূন্য জলের ভাণ্ডার
রসহীন রসাগার, নেত্রে অশ্রু নাহি বর্ষে আর,
কেবল পঙ্কিল কান্তি ক্রমশঃ শুকায়,
মুহুর্মুহু আর্ত্তনাদে বুক ফাটি যায়,
বাড়ে খরতর কর, বিরহের ভয়ঙ্কর ;
বিষাদে বিবর্ণ তনু দিন দিন হয় তনু ;
পরিধেয় অলঙ্কার, মলাময় কদাকার,
কোথা গেছে ফুলহার ? এ আবার কেমন বিকার ?

৫

শীত লাগে অতিশয় শোক-জীর্ণ শীর্ণ ও শরীরে,
শীতল নিশ্বাস বহে বার্ত্তা দিতে শমন-মন্দিরে,

খুলি পড়ে অঙ্গ হতে বসন ভূষণ,
কলেবর একেবারে শিথিলবন্ধন,
অসময়ে শ্বেত কেশ, তুষার ধবল বেশ,
শেষ দশা উপস্থিত, শোভা সব অন্তর্হিত ;
কুয়াসায় আচ্ছাদিত, করি ফেলে চারি ভিত,
হেন কালে আচম্বিত, ঋতুরাজ উপনীত ধীরে।

৬

মৃত প্রায় দেহে পুনঃ সঞ্চারিত হইল জীবন,
জরাজর্জ্জরিত কায়া পুনরায় পাইল যৌবন,
এ কেমন ইন্দ্রজাল দেখি বসুমতি,
সতী কি তরুণ প্রাণ পায় পেলে পতি ?
নব সাজে সাজিতেছ, মন্দ মন্দ হাসিতেছ,
ঢাকি যৌবনের ভার, পরিতেছ অলঙ্কার,
গত বিরহের রাতি, শরীরে নূতন ভাতি,
কোকিল-কাকলি-স্বরে বন্দিতেছ পতির চরণ।

বালকের মুখ।

১

তামসী নিশার শেষে দেখিয়া তপনে,
মত না আনন্দে রসে কল্পনা-নলিনী ;

গ্রহণান্তে তারাকান্তে নিরখি গগণে,
যত না প্রমোদে মজে চিত্ত-কুমুদিনী,
উছলে মানস মাঝে ততোধিক সুখ,
হেরি সরলতাধার বালকের মুখ।

২

সদা তথা খেলে আসি মানস মোহন,
সিঁন্দুরিয়া মেঘে যেন বিজুলি সুন্দর ;
সদা তথা হতে ঝরে মধুর বচন,
সুধাকর হতে যথা সুধার নির্ঝর ;
সে আননে প্রফুল্লতা সদা প্রকাশিত,
মনে লয় যেন পদ্ম চির বিকশিত।

৪

নাহি তথা চিন্তাজ্বর বিরামনাশক ;
নাহিক কলুষ তথা ধর্ম্ম-শান্তি চোর,
নাহি তথা দ্বেষহিংসা, দুরন্ত দংশক
যথা সর্প, সদা পর অপকারে ভোর ;
না আছে ছলনা তথা, নাহি কুকৌশল ;
শোভে মাত্র নির্দ্দোষতা-কনক-কমল।

৩

সে মুখের সুমধুর আধ আধ ভাষ
শুনিলে আহ্লাদ যত উথলে হৃদয়ে ;
পারে কি কখন দিতে সেরূপ উল্লাস

গাইয়া গায়ক রাগ-তালমান লয়ে,
অথবা কোকিল-কুল বসন্তাগমনে,
কিংবা ভাল শ্লোকমালা গাঁথি কবিগণে ?

মনের প্রতি উপদেশ।

তোটক।

ধরমের পথে মনভৃঙ্গ চল।
কুসুমের সুধা খুজিয়া চপল,
ভ্রমিতে কি হবে মরুভূমি যথা ?
শুনিবে নরকে কি সুখের কথা ?
জনমে কি সুমিষ্ট নিমের ফলে ?
অমৃতের রসে কি রসে গরলে ?
বিষয়ের বনে উড়িয়া কি হবে ?
জড়িয়া পড়িবে চলিতে গরবে।
ফুটি কণ্টক দেহ দুখে দহিবে ;
কুবিষে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে।
ধরি কুত্র লবে বহি বায়ু বলে,
কি কলে পড়িবে কত রূপ ছলে।
ধরমের পথে চল পাগল রে,
করি সঞ্চিত মোহ বিসর্জ্জন রে।
সুখ পায় যথা পথিকের দলে,
তিমিরে হরিলে সহসা স্ববলে,

কুমুদীপতি চন্দ্র নিশারতন,
পথ পান্থগণে ভুলিলে কখন ;
যদি মোহতমঃ কর দূর কলে,
সুখ তেমন চিত্ত সরে উথলে।
নব ভাব তবে ধরিবে সকলি,
ফুঠিবে জগতে হরিষের কলি ;
বিভু নাম সুধা করি পান সুখে,
ভুলিবে অবনীর বিশাল দুখে,
হৃদয়ে উদিবে প্রণয়ের ছবি,
চির মঙ্গল সাধন বিশ্ব-রবি।

প্রতিধ্বনি।

(রাধিকার উক্তি।)

১

কে সখি কাঁদিছে কুঞ্জবনে।
কর অন্বেষণ, শুনিয়া রোদন,
ধরিতে জীবন, পারি কেমনে।
বিষম-বিরহানলে, সতত হৃদয় জ্বলে,
কোথায় সান্ত্বনা বারি ? পরদুখ বলে
দ্বিগুণ আগুণ আজি জ্বালিতেছে মনে।

২

কে কাঁদে দেখনা, সহচরি।
দুখে কি আমার, হৃদয়ে কাহার,
উঠিছে আবার দুখ-লহরী।
হায় সখি চিতে যার, বহে দুখ অনিবার,
যথা যায় করে তথা যন্ত্রণা বিস্তার।
অগ্নি স্পর্শে কি না উষ্ণ কহলো সুন্দরি?

৩

সুখ গেছে ছাড়ি ব্রজধাম,
যে অবধি হরি, ব্রজ পরিহরি,
হৈলা দেশান্তরী, প্রাণের শ্যাম।
নিরানন্দ বৃন্দাবন, কাঁদে শোকে অনুক্ষণ,
এঘোর ক্রন্দনধ্বনি বহিলে পবন,
পড়িবে কি শ্যামমনে এ ব্রজের নাম?

৪

যাও চলি মলয় পবন।
নাথের নিকটে, বহ অকপটে
সতত যা ঘটে, ব্রজে যখন।
কমলিনী সে মলিনী, প্রিয়শোকে পাগলিনী,
জ্ঞানহারা নিরাহারা দিবস যামিনী।
ক্রন্দন-সাগরে ডুবে গেছে বৃন্দাবন।

৫

চিনিলাম কে কাঁদিছ বনে।
আকাশ-নন্দিনী, বায়ু-বিহারিণী,
সতত রঙ্গিনী রত ছলনে।
আছে কাল ছলনার, আমি করি হাহাকার,
এখন কি পরিহাস উচিত তোমার?
শিখেছ ভবের ভাব এ ভব-ভবনে?

৬

কে সখি বুঝে লো দুখ কার?
একের রোদন, হাসে অন্য জন,
আপন আপন যত্ন সবার।
যাহারে দিলাম কুল, সে না হৈল অনুকূল,
লুটিয়া যৌবন ফুল ছাড়িল গোকুল।
ব্যাকুল কেন লো হিয়া তার তরে আর?

৭

পুরুষের হৃদয় পাষাণ!
যেমন ভ্রমর, ফুল ফুলান্তর,
করে নিরন্তর, অমিয় পান।
প্রথমে প্রণয় যত, পরে ভুলি যায় তত,
নিয়োজিত কত দিকে হয় কাজে কত।
রমণীর চিরদিন একপ্রেম প্রাণ।

৮

ব্রজে কি আসিবে নাথ আর ?
পাইয়া নূতন, ভুলি পুরাতন,
গেছে শ্যামধন, বুঝিনু সার।
পুনঃ কি সুখ তপন, দিবে আসি দরশন ?
পুনঃ কি শোভিবে মম যৌবন-কানন,
মধু আগমনে পরি নানা অলঙ্কার ?

স্বভাবের শোভা।

ভুজঙ্গপ্রয়াত।

স্বভাবের শোভা কবে বর্ণিহারে,
স্বরূপে যথা বর্ণিতে কেহ পারে।
অবিশ্রাম ঘূরে দিবা রাত্রি হোরা
কি রূপের ধারা, ভবে চিত্তচোরা,
করে দান রঙ্গে ;—সুধা পায় লজ্জা ;
মরে যাই এ যে চমৎকার সজ্জা।
জ্বলে ভাল-দেশে দিবারত্ন ভালা ;
নিশাকান্ত দোলে গলেতে উজালা ;
কি সৌন্দর্য্য বাড়ায় তারার হারে,
প্রসূনের মালা পদে ভার ভারে ;
করে গ্রীষ্ম পক্বান্ন পূজায় দান,
প্রচণ্ডাতপে হোম যজ্ঞে বিধান ;

কি আশ্চর্য্য পোষাক বর্ষার কাজে ;
পয়োদে তড়িদ্দাম বস্ত্রে কি সাজে।
ময়ূরের পুচ্ছে জিনে ইন্দ্রচাপ,
বিকাশে কি আকাশ শোভা কলাপ.
তরঙ্গে কি রঙ্গে চলে নীর-মালা !
পড়ে মেঘ তাহে যথা শ্যাম কালা।
পরিষ্কার নীলাম্বরে চন্দ্র হাসে,
শরৎ ডালি হাতে যবে ধাই আসে।
নিহারের মুক্তায় হেমন্ত শীতে,
রহে গ্রন্থনে মত্ত মালাবলীতে।
বসন্তের পুষ্পে, সুগন্ধের ধাম,
মনোনেত্র-রঙ্গে সদা পূর্ণ কাম।
বনে কোকিলা গায় আশ্চর্য্য তানে।
সুধারে সুধা যেন রে ঢালি গানে।
নবীনাস্য হাস্যে ভরে বৃক্ষ রাজি ;
স্বভাবের বিশ্বে কি এ ভোজবাজি।

কাব্যের বাগান।

অন্ত্য-যমক।

চল চল যাই চিত্ত কাব্যের বাগানে,
যেখানে রাগিণীদল মন হরে গানে ;
সদ্ভাব-কুসুম যথা ফুটে অবিরত,
ভাবুক-ভ্রমর যার মধু-পানে রত।
বিবিধ ভূষণে তথা সাজে তরু কত,
অনুপ্রাস-পত্র ঝোলে যেন মরকত।
শাখায় শাখায় শোভে সুন্দর যমক,
এক বৃন্তে মনোহর কুসুমযমক।
সুভাষা-লতিকা অঙ্গে করে ঝলমল,
বিনা অলঙ্কারে রূপ কেমন বিমল।
অপূর্ব্ব আনন্দ ফল ফলে নিরন্তর,
যার আস্বাদনে রসে ভাসয়ে অন্তর।
চারি দিকে শোভা পায় সৌন্দর্য্য কেমন ;
হেরিয়া মোহিত হয় সকলেরি মন।
নয়ন না হেরে কোথা জগতে এরূপ,
প্রতিক্ষণে অভিনব অপরূপ-রূপ।
শ্রবণ না শুনে কভু ধরায় এমন,
সুস্বর-তরঙ্গ-রঙ্গ শ্রবণরমণ।
রসনা ধরণী মাঝে কোথায় না রসে,
এবম্বিধ সুধাসম দেবপ্রিয় রসে।

নাসিকা সংসারোদ্যানে কোথাও না পায়,
এ হেন সুগন্ধরাশি কুসুমকৃপায়।
এতাদৃশ সুখস্পর্শ সমীর শীতল,
নাহি মিলে কোন স্থলে খুঁজিয়া ভূতল।

উত্তানপাদের প্রতি সুনীতি।

(ধ্রুবের জন্মের মাসাধিক পরে দুঃখিনী সুনীতি অরণ্য হইতে মহারাজ উত্তানপাদকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।)

বিলাপিনী, কাঙ্গালিনী, কাননবাসিনী,
সুনীতি, প্রণমে পদপঙ্কজে, নৃমণি !
জন-শূন্য মাঠ-মাঝে ভ্রমি একাকিনী
তামসী নিশায় যেন ; আলেয়ার আলো
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলি পথে ভুলায় হিয়ায়
মায়াবলে ; দেখি দেখি দেখি না আবার।
এইত আলোক-মালা-ভূষিত ধরণী ;
এই পুনঃ অন্ধকারে ঢাকে সমুদায়।
আজি যেন দেখিতেছি জাগিয়া স্বপন।
একবার হেরি মুক্ত স্বর্গের দুয়ার,
মণিময় মনোহর সম্মুখে নগরী,
আনন্দে কিন্নরী গায়, গন্ধর্ব্বে বাজায় ;
অকলঙ্ক-শশী জিনি আনন-শোভায়,
কুসুমের হার গলে বিদ্যাধরী দলে

সতৃষ্ণ-নয়নে চাহি অভাগিনী-পানে,
অঙ্গুলি সঞ্চালি যেন আহবান করে।
সুসজ্জিত দেব-রথ দ্বারের নিকটে,
বোধ হয় ধরাধামে আসিতে প্রস্তুত।
আছে, আছে এ সকল, লুকায় সহসা।
তিমিরে আবৃত পুরী হেরি চারি দিকে।
দারিদ্র্য, দুঃখের সখা, ছিন্ন-বস্ত্র-পরা,
ধূলি-ধূষরিত-কেশ, অস্থিচর্ম্ম-সার,
বিকট কৃতান্তচর রোগ সঙ্গে করি,
হৃদি হতে কাড়ি লয় হৃদয়ের ধন।
নিরাকার, একাকার, সূচি-ভেদ্য গাঢ়,
তমোরাশি দশদিকে ক্রমশঃই বাড়ে।
না জ্বলে তিলেক জ্যোতি, কালানল-তেজে
অন্তর পুড়িয়া কিন্তু যায় দিবানিশি।
কি যে লিখি কেন আজি উন্মাদিনী যেন,
জিজ্ঞাস কারণ যদি, কহিব এখনি,
নরনাথ। পড়ে কি না মনে, ভাবি
দেখ, ভূপকুলপতি। দুঃখিনী সুনীতি
সেবিত সতত পদ যৌবনে যতনে।
না মানি প্রবোধ তার, পুত্র কামনায়,
সুরুচির রূপে গুণে মোহিত হইয়া,
নবীন প্রণয়ে বদ্ধ হইলে রাজন।

প্রসাদে নূতন গেল, বনে পুরাতন।
কালের কুটিল গতি, কপালের লেখা,
কি দোষ তোমার, নাথ? রাহুগ্রাসে রবি,
চন্দ্র; সাগরের তলে দুর্ব্বাসার শাঁপে
লক্ষ্মী! হায়, কত পাপ করি জন্মে জন্মে,
তার ফল ভুঞ্জি বন-বাসে। পতিপ্রাণা
কামিনীর পতি সনে বিচ্ছেদ কখনো
করিয়া থাকিব বুঝি; তা না হলে কেন
বিধাতা এমন ক্লেশ লিখিবে ললাটে?
কাননে কাটায় কাল দুঃখে অভাগিনী।
একদা যামিনী-যোগে, তিমির মাঝারে,
উদিল সহসা সূর্য্য অরণ্য উজ্জ্বলি;
প্রীতি-কমলিনী পুনঃ মানস-সরসে
হাসিল। আছে কি মনে, মৃগয়ায় কবে
গিয়াছিলে, নরপাল, চতুরঙ্গ-দলে?
অস্তাচলে গেলা চলি সহস্রাংশুমালী,
পৃথীরাজ্য পরিহরি; পতির পশ্চাতে
প্রস্থান করিল সন্ধ্যা ধূষর-বসনা।
তমোবাস পরি নিশা আইল শাসিতে
অবনী। হঠাৎ মেঘে ছাইল গগণ।
হুহুঙ্কারে গরজিল বজ্র কড়কড়ে,
উগরি পাবক-রাশি, চক্ষু ঝলসিয়া,

ঘোর স্বনে প্রভঞ্জন মড় মড় মড়ে
ভাঙ্গিল অসংখ্য বৃক্ষ ; শতগুণ-গাঢ়
অন্ধকার আবরণে আচ্ছাদিল মহী।
একেবারে দৃষ্টিরোধ, বিলুপ্ত পৃথিবী
যেন, কভু স্বর্ণে সাজে ক্ষণকাল, যবে
সৌদামিনী হাসে, করি আলোকে আঁধার।
প্রলয়ের কালে যথা বর্ষে মেঘে জল ;
ঝটিকাপ্রবাহ যেন কৃতান্তনিশ্বাস।
ভাসি গেল ছত্রদণ্ড, পতাকা, নিশান ;
ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যদল পালায় ব্যাকুল
চারিদিকে, ত্রস্ত ব্যস্ত জীবন রাখিতে
কোন ক্রমে, কে কোথায় না জানি বিশেষ।
হেষি অশ্ব, গর্জ্জি গজ, ধাইল কাননে,
ছুটি পড়ি আরোহীরা যায় গড়াগড়ি।
ভাঙ্গিল রথের চূড়া ; পালাইল ঘোড়া ;
সারথি উড়িয়া গেল। একাকী, বিপদে,
অসহায়, নিরাশ্রয়, চাহিলে আশ্রয়,
দাসীর কুটীরে, নাথ, সকরুণ-স্বরে,
শীতে কম্পান্বিত-তনু তিতি বৃষ্টিজলে।
চিনিলাম মধুস্বরে হৃদয়-বল্লভে।
শুনিব না সে স্বর কি এ জনমে আর ?
আনন্দে কুটীর-মাঝে নিলাম যতনে,

আকাশের চাঁদ যেন পাইলাম হাতে।
পারিলে না দুঃখিনীরে চিনিতে প্রথমে;
সম্মিলনে কত হর্ষ প্রকাশিলে পরে।
বহুকালে পেয়ে পদ সেবিল আনন্দে
অভাগিনী; স্মরণে কি নাই এ সকল?
বৎসরেক প্রায় গত; সুধালে না মাঝে
একবার; মাসাধিক পুত্র মুখ দেখি
জীবন জুড়াতে শক্তি দিয়াছেন বিধি।
হাসি হাসি কোলে খেলা করিছে কুমার,
অঙ্গের সৌন্দর্য্যে আলো করিয়া কানন।
এক-বাক্যে ঋষিগণ নিরখি নন্দনে
কহিলা, "অতুল কীর্ত্তি রাখিবে জগতে,
রাজ-চক্রবর্ত্তী-চিহ্ন শোভিছে শরীরে।"
বাঁচে যদি চাঁদমণি তখন এ কথা।
পুত্রের বিহনে থাক দিবস যামিনী
দুখে, আসি একবার দেখ পুত্র-মুখ,
লোকনাথ। সন্তাপিত দেহে শান্তি-বারি
ঢাল সুখে। এত দিনে হইল, নৃপতি,
বংশরক্ষা, রাজ্যরক্ষা। এস, প্রাণনাথ,
দুই জনে পুত্রানন চুম্বিব একত্রে।
কেন নেত্র অকস্মাৎ বরবিস্ বারি?
ভীত হিয়া কি কারণ উঠিস্ কাঁদিয়া?—

এ পুষ্প কি দগ্ধ হবে দুঃখ-রবিকরে?
এ তরু কি বাড়িবে না ছায়ায় পড়িয়া?—
কত কাল থাকে শশী মেঘের আড়ালে?
দীনতায় গুণ-জ্যোতি ঢাকিতে কি পারে?—
কি আশঙ্কা? নরপতি মুর্ত্তিমান্ স্নেহ।
কে পারে হৃদয়-রত্ন ফেলে দিতে দূরে?
কি আর লিখিব, নাথ? উঠিতেছি কভু
আশা-পাখা বিস্তারিয়া গগণ-প্রদেশে;
নৈরাশ-হ্রদের জলে ডুবিয়া কখনো
মৃত-প্রায় পশিতেছি পাতালের তলে;
সাগর-সলিলে যথা, তরঙ্গ-তাড়নে,
প্রবল-পবন-বলে, গরুৎমতী তরী।
রক্ষা কর প্রাণনাথ হইয়া কাণ্ডারী।
একমাত্র ধ্রুব-তারা প্রাণের নন্দন,
জলদে ঢাকিলে কিছু না দেখি উপায়।
কৃপা করি কোন রূপে এস একবার,
ভুলিওনা ভুলিওনা আসিতে নৃমণি।
মুনি-তনয়ের হাতে দিলাম এ লিপি,
যাইতেছে ঋষি-সুত রাজ-দরশনে।

বন্ধুহীন কবি।

১

একাকী, আগ্নেয়-দ্বীপ সংসার-সাগরে,
অন্তরের অনলের ভাগী কেহ নয় ;
সে অনলে কিছু নাহি আলো দান করে ;
কাঁপে মন, তাপে তনু চিরদগ্ধ হয়।

২

শুনিয়াছি শমী নাকি বন-সুশোভিনী,
হৃদয় মাঝারে ধনী ধরে হুতাশন ;
কেমনে বলনা তবে, কানন-কামিনী,
বাহ্য দেহকান্তি তাহে না করে হরণ ?

৩

হে গভীর বারিনিধি, অকূল, অতল
ধরিয়া বাড়বানল অন্তর-অন্তরে,
কেমনে সলিল তব থাকে সুশীতল,
শিখাও সন্তাপতপ্ত দীন-হীন নরে।

৪

তুমিও হে জলধর বজ্রাগ্নি জড়িত,
সলিলাত্মা, রাখ কিসে স্নিগ্ধ তব জল ?
কেমনে সে বহ্নি বলে না হও তাপিত ?
আকাশে স্বধর্ম্ম নাকি ভুলে বজ্রানল ?

৫

অগ্নিক্ষেত্র ধরে হৃদে ইরাণ অঞ্চল,
বায়ুর সহায়ে যথা জ্বলে বৈশ্বানর;
দেশ দগ্ধ নহে তাহে। তবে কেন বল,
চিন্তাগুণ চিত্তদহে? তা কি খরতর?

৬

অন্তরে অনল যার জ্বলে নিরন্তর,
কি করিবে তার কাছে মলয়-পবন?
কি করিবে হিমকর সুধার আকর?
কি করিবে সুশীতল অগুরুচন্দন?

৭

সুখদ না তার কাছে পুষ্প-পরিমল,
যবে ঊষা আসি স্বর্ণ-কমল-চরণা,
পূর্ব্বদ্বার খুলি ঢালে কিরণ বিমল,
সঙ্গে ফুল-ফুল-গন্ধ, বিহঙ্গ-বাজনা।

৮

আনন্দ-কুসুম, হায় ফুটে কি কখন
দুঃখের-দহনে দগ্ধ শরীর-কাননে?
রসহীন স্থলে কোথা তরুর জনন?
জীবন কি জম্মে কভু অগ্নি-নিকেতনে?

সমাপ্ত।